চিতোর রাজসতী

পদ্মিনী।

ঐতিহাসিক নাটক।

PODMINI

OR

THE JEWEL OF RAJASTHAN.

A HISTORICAL DRAMA IN FIVE ACTS.

মহাত্মা করনেল্ টড্ প্রণীত রাজস্থান হইতে সংগৃহীত।

শ্রীমহেন্দ্রলাল বসু কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত

"গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত।"

মেঘনাদ বধ।

কলিকাতা

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীমথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮২ সাল।

উপহার।

পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব
বাহাদুর পিতৃস্বসৃপতি মহাশয়
শ্রীচরণাম্বুজেষু।

তাতঃ!

আমার প্রতি আপনার স্নেহ ও যত্ন অসীম। বাল্যাবধি আমি পিতৃহীন, আপনিই আমার শিক্ষক, রক্ষক, প্রতিপালক, সেই সাহসে আমার আদরের ধন চিতোর রাজসতী পদ্মিনীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম।

শ্যামবাজার।
১৫নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
২২ জুন ১৮৭৫।

স্নেহাস্পদ
মহেন্দ্র

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

ভীমসিংহ	......	......	......	চিতোরের রাজা।
অনঙ্গ পাল	......	......	......	ঐ মন্ত্রী।
রণবীর সিংহ	......	......	......	ঐ সেনাপতি।
গোরা	......	.....	......	পদ্মিনীর পিতৃব্য।
বাদল	......	......	......	গোরার ভ্রাতৃ পুত্র। (দ্বাদশ বর্ষবয়স্ক বালক)
আলা উদ্দিন	......	....	......	দিল্লির সম্রাট।

রাজ পুত্রগণ, দূত, সন্ন্যাসী, দৌবারিক, রাজ পুত সৈন্য, যবন সৈন্য, নাগরিকগণ, অনুচর ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

পদ্মিনী	......	......	......	ভীমসিংহের পত্নী।
বিমলাদেবী	......	......	......	গোরার ঐ
মালতী নলিনী	......	......	......	পদ্মিনীর সখী।
কপাল কুণ্ডলা		......	......	তপস্বিনী।

গোলাপমণি, কাদম্বিনী, বব্বন, ভৈরবীদ্বয়, ক্ষত্রিয় কুলকামিনীগণ ইত্যাদি।

চিতোর রাজ সতী
পদ্মিনী নাটক।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ব্ভাঙ্ক।

চিতোর—মহাকালীর মন্দির সম্মুখ।

দুই জন সন্ন্যাসী ও দুই জন ভৈরবী আসীনা।

শিব-স্তোত্র গীত।

১ম ভৈর। গুরুদেব কি আজ এই খানেই অবস্থান কর্ব্বেন ?

১ম সন্ন্যা। না বৎসে! এখান হতে আমাদের শীঘ্রই প্রস্থান কর্ত্তে হবে। আমাদের মত লোকের এ স্থানে থাকা কর্ত্তব্য নয়, যাঁহারা শান্তিরসের অনুসন্ধান করেন, নির্জ্জন অরণ্যই তাঁদের উপযুক্ত স্থান, কেবল তোমাদের তীর্থ পর্য্যটন-ব্রত সমাপন হয় নাই বলেই আমি সেই শান্ত আশ্রম পরিত্যাগ করে বহির্গত হয়েছি। ভগবতীর পাদপদ্ম দর্শন না করে যাওয়া উচিত নয় বলেই এখানে এসেছি, তা না হলে এ নগরে এক্ষণে কখনই প্রবেশ কর্ত্তেম না।

২য় সন্ন্যা। দেব! এ কি কোন পাপিষ্ঠের রাজত্ব? তবে চলুন শীঘ্র এখান হতে বিদায় হই।

১ম সন্ন্যা। না—বৎস, এখানকার ভূপতি অত্যন্ত ধর্ম্মশীল, তিনি আজন্ম সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম পালন করে অপত্যস্নেহ সহকারে প্রজাপালন করে আসছেন, কিন্তু সম্প্রতি এদেশের ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হবার সম্ভাবনা। যে দুরাচার বিধর্ম্মী যবনেরা ভারতবর্ষ ছারখার কর্ত্তে প্রবৃত্ত হয়েছে, সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের অবমাননা কর্ত্তে উদ্যত হয়েছে, মনুষ্য রক্ত পান করা যাদের ধর্ম্ম, তারা এই নগরে প্রবেশ কর্ব্বে। ঐ দুরাচারেরা যে প্রতিদিন কত শত স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, কত দেব দেবীর অবমাননা কর্ব্বে—তা যাক্ বৎস! সে সকল পাপ কথা শুনে কাজনেই।

১ম ভৈ। গুরুদেব! এ সব অত্যাচারে তাদের ফল কি? আর আপনি কি রূপে জান্তে পাল্লেন?

১ম সন্ন্যা। বৎসে! আমরা যখন এই নগরে প্রবেশ করি তখন (তোমাদের স্মরণ থাক্তে পারে) অকস্মাৎ মধ্যাহ্ন কালে শিবাগণ চীৎকার করে উঠলো, আমি তখনই মনে কল্লেম্ যে কোন বিপদ পাতের সম্ভাবনা—পরে ধ্যান যোগেও দেখলেম—যা দেখলেম তাতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল।

২য় ভৈর। গুরুদেব! আপনি এমন কি দেখলেন যাতে আপনার ন্যায় মহাপুরুষের হৃদয় বিগলিত হলো।

১ম সন্ন্যা। বৎসে! সে অতি ভয়ানক কথা, তা মনে কল্লে শরীর লোমাঞ্চিত হয়। দেখলেম্ যেন মা চিতোরেশ্বরী উন্মত্তা বেশে নররক্ত পান কচ্চেন, ও চিতোর নর রক্তে প্লাবিত হয়েছে। আরো দেখলেম্ মা চিতোরেশ্বরী রণবেশে খড়্গ হস্তে প্রলয় কালের ন্যায় সকলকে সংহার কচ্চেন, আরো দেখলেম্ যেন চিতোরে

একটা অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে, আর তাতে সমস্ত চিতোরের রমণীরা দগ্ধ হচ্চে এবং যবনেরা চিতোর রাজ্য ছার খার কচ্চে।

২য় সন্ন্যা। প্রভু! চিতোরবাসীদের উপায় কি হবে, পাপিষ্ঠ যবনেরা কি শাস্তি পাবে না।

১ম সন্ন্যা। বৎস! এক দিন অবশ্যই দুষ্টের দমন হবে, কিন্তু এ যাত্রা আর চিতোরের রক্ষা নাই। সুন্দর অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজ-বাটী, রমণীয় উদ্যান, পবিত্র দেবমন্দির সকলিই অল্প দিনের মধ্যে ভস্ম রাশিতে পরিণত হবে। যে স্থান এখন লক্ষ লক্ষ বীর পুরুষ, সুন্দরী স্ত্রী ও প্রিয় দর্শন শিশুতে পরিপূরিত রয়েছে, অল্প দিনের মধ্যেই সেই স্থান বরাহ, শৃগাল প্রভৃতি বন্য পশুর আবাস ভূমি হবে। বৎস! দৈব এখন মহারাজ ভীম সিংহের প্রতিকূল।

২য় সন্ন্যা। সেকি দেব! এমন পুণ্যাত্মা নরপতির প্রতি দেব প্রতিকূল?

১ম সন্ন্যা। বৎস! দেবতারা মানুষের প্রগাঢ় ভক্তির পরীক্ষা করেন। যখনই অন্তঃকরণ ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হয়ে ঈশ্বরের পথ হতে দূরে যায় তখন দুঃখ দিয়ে ভগবান্ তাকে সাবধান করেন,—তা বৎস! আমরা সামান্য মনুষ্য। দেবচরিত্র বিষয়ে আমাদের তর্ক করা উচিত নয়। চল আমরা আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে যাই বৃথা কাল হরণে ফল কি।

সকলে। চলুন। হর হর বোম—বোম—বোম।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় গর্ব্ভাঙ্ক।

চিতোর—রাজসভা।

ভীমসিংহ, সেনাপতি, মন্ত্রী ও সভাসদ্‌গণ আসীন।

ভীম সিং। মন্ত্রি! রাজ্যের সম্বাদ কি? প্রজারা সকলে ত কুশলে কাল যাপন কচ্চে? কর্ম্মচারীরা ত প্রজাদের উপর অত্যাচার করে না?

মন্ত্রী। প্রজারা বলে যে আমরা সকলে রামরাজ্যের তুল্য মহারাজের রাজ্যে পরম সুখে বাস কচ্চি; আপনাকে তাহারা দেব-তুল্য জ্ঞান করে।

রাজা। মন্ত্রি! আমিও তাদের সন্তানতুল্য ভাল বাসি, কিন্তু দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন রাজার প্রধান ধর্ম্ম, যাতে দুষ্ট লোক দমন হয়, ও শিষ্ট লোক সুখে থাকে তার বিশেষ চেষ্টা কর্ব্বে আর কর্ম্মচারীরা প্রজাদের উপর অত্যাচার করে আমাকে যেন কলঙ্কিত না করে, তার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখবে।

মন্ত্রী। এ দাস সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন করে থাকে।

রাজা। এখন এ রাজসিংহাসনে সশঙ্কিত ভাবে উপবেশন মাত্র।

মন্ত্রী। কেন মহারাজ?

রাজা। কেন তা আবার তুমি জিজ্ঞাসা কচ্চো? দুরাচার মুসলমানেরা সগর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে এবং ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের সমুদয় রাজত্বই প্রায় করতলস্থ করেছে, এখন বাকি

কেবল আমি ও আর কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজা; কবে যে এসে আমার রাজ্য আক্রমণ কর্ব্বে তার কিছুই স্থিরতা নাই।

সেনা। তার জন্য চিন্তা কি মহারাজ, আক্রমণ করে—যুদ্ধ কর্ব্বো, আমাদের সৈন্যের অভাব কি, আমরা কি মানুষ নয়? ক্ষত্রিয় নয়?

রাজা। সেনাপতি! আমি জানি তোমার সাহস অসাধারণ, কিন্তু মুসলমানেরা যে পঙ্গপালের ন্যায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করে সোণার ভারত ছারখার কচ্চে এ কথা মনে কল্যেও শরীরের রক্ত বিদ্যুতের ন্যায় ধাবিত হয়, ক্রোধানল প্রজ্বলিত হয়।

(এক জন দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। মহারাজ! ভগবতী কপালকুণ্ডলা, দ্বারে উপস্থিত, রাজদর্শনে ইচ্ছুক।

রাজা। কি ভগবতী কপালকুণ্ডলা! যাও মন্ত্রি দেবীকে শীঘ্র নিয়ে এসো।

(দ্বারবান্ ও মন্ত্রীর প্রস্থান ও মন্ত্রীর কপালকুণ্ডলাকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ।)

রাজা। (কপালকুণ্ডলাকে প্রণাম করিয়া) ভগবতি! বহুকালের পর আপনার চরণ দর্শন করে এ দাস চরিতার্থ হলো। এত দিনের পর কি এ দাসকে মনে পড়েছে? আপনি এত দিন কোন্ কোন্ তীর্থ পর্য্যটন করেছিলেন।

কপা। বৎস! চিরায়ুঃ হও; রাজ্যের কুশলতো, দেবী পদ্মিনী কেমন আছেন? আহা বাছাকে আমি অনেক দিন দেখি নাই, মহারাজ আমি অনেক তীর্থ পর্য্যটন করে একবার মা চিতোরেশ্বরীর

পাদপদ্ম বন্দন কর্ত্তে এলেম্। আর তোমাদিগকেও একবার দেখতে এলেম্।

রাজা। আমাদিগের পরম সৌভাগ্য যে আপনার মত লোকের মনে আমরা স্থান পাই।

কপা। বৎস! তোমার এ সকল গুণ না থাকলে আমি উদাসিনী হয়ে আপনাদের দেখিবার জন্য এত ব্যস্ত হব কেন? ধন্য সেই রমণী যিনি আপনাকে গর্ব্ভে ধারণ করেছেন। সে যাই হোক্ আপনার রাজ্যের কুশল বার্ত্তা বলুন।

রাজা। ভগবতি! এখন পর্য্যন্ত তো রাজমুকুট শিরে ধারণ করে রয়েছি, কিন্তু মুসলমানদিগের যে রূপ দিন দিন অত্যাচার বাড়ছে, তাতে কবে যে শিরভ্রষ্ট হবে তা কে বলতে পারে? আপাততঃ রাজ্যের কুশল।

কপা। বৎস! তুমিই কেবল একমাত্র হিন্দু সূর্য্য বর্ত্তমান আর প্রায় সকলেই মুসনমানদিগের পদানত।

রাজা। আমার এই সিংহাসনে বসা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য করে গেছেন, আর আমি কিনা মুসলমানদিগের ভয়ে শৃগালের ন্যায় সদাই সশঙ্কিত—

কপা। বৎস! তোমার কিছু আশঙ্কা নাই। মা চিতোরেশ্বরী তোমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কচ্চেন। সে যা হোক, আমি একটী নূতন গান রচনা করেছি, সেই গানটি প্রায় ভারত বর্ষের সমুদয় প্রদেশের লোকদের শুনিয়ে এসেছি, এখন তোমাকে একবার শোনাবার ইচ্ছা।

রাজা। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

কপা। তবে শুনুন, (গীত)

রাজা। দেবী! এ গান নয়—এ মধুবর্ষণ, এ গানে মৃত ব্যক্তিও উৎসাহিত হয়, রণভূমিতে যদি এই গান কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, অসির শোণিত পিপাসা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়? যবন বধের ইচ্ছা প্রবল হয়, শত যবনের স্থানে সহস্র যবন বধ করা যায়।

নেপথ্যে। (দুন্দুভি ধ্বনি)

সকলে। একি! একি!

রাজা। মন্ত্রী দেখতো এ দুন্দুভি ধ্বনি হলো কেন, এ আবার কি বিপদ উপস্থিত হলো নাকি, যবনেরা এসে রাজ্য আক্রমণ কল্লে বুঝি? (মন্ত্রীর প্রস্থান) আ এখন এরূপ মঙ্গল ধ্বনি সচরাচর ভারত বাসিদের কর্ণকুহরে প্রবেশ কর্ব্বে—হায়-হায়-হায়।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

রাজা। মন্ত্রি কি সমাচার।

মন্ত্রী। সমাচার মঙ্গল, দিল্লীশ্বর আপনার সম্মুখে কোন বিশেষ কার্য্যের নিম্বিত্ত দূত প্রেরণ করেছেন।

রাজা। আচ্ছা তাকে লয়ে এসো।

(মন্ত্রীর প্রস্থান ও দূতের সহিত পুনঃ প্রবেশ)

দূত। মহারাজের জয় হোক্, মহারাজ দিল্লীর অধিপতি আলাউদ্দিন সা আপনার নিকট এই পত্র প্রেরণ করেছেন। (লিপিদান) তাঁর আজ্ঞা অদ্যই আমাকে প্রত্যুত্তর লয়ে গমন করতে হবে। মহারাজের কি অনুমতি হয়।

রাজা। (পত্র পাঠ করিয়া) যাও দূত—যবনাধম পিশাচকে গিয়া বল, যে ক্ষত্রিয়েরা এত নির্বীর্য্য হয় নাই যে তার এই জঘন্য

প্রস্তাবে সম্মতি দান কর্ব্বে, ওঃ মন্ত্রি! নরাধমের সাহস দেখ। এই পত্র পাঠ কর।

মন্ত্রী। (পত্র পাঠ) "বীরকুল পূজনীয় শ্রীমন্মহারাজ ভীম সিং

প্রবল প্রতাপেষু।

মহারাজ! লোক পরম্পরায় আপনার মহিষী পদ্মিনীর রূপ লাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া, আমার সাতিশয় ইচ্ছা যে তিনি আমার গৃহ উজ্জ্বল করেন, অতএব পত্র পাঠ মাত্র পদ্মিনীকে দিল্লী প্রেরণ করিবেন তাহা হইলে আমি আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ট রাজা করিব, আপনার নিকটবর্ত্তী রাজ্য সমূহ আপনাকে প্রদান করিব, ও অঙ্গীকার করিতেছি যে আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কখনই করিব না। আর যদি আমার প্রস্তাবে সম্মতি দান না করেন তাহা হইলে আমি স্বয়ং গমন করিয়া চিতোর ভষ্মসাৎ করিয়া পদ্মিনীকে নিজালয়ে লইয়া আসিব।"

রাজা। উঃ নরাধম আপনাদের মতন সকলকে দেখে, পিশাচ সকলকেই পিশাচের মত দেখে।

সেনা। কি এত বড় আস্পর্দ্ধা! ভারতভূমি কি বীরশূন্য হয়েছে! না ক্ষত্রিয় বীর্য্য শূন্য হয়েছে! যে মুসলমানদের এত অপমান সহ্য কর্ব্বে! জগদীশ্বর মুসলমানদিগের পিশাচ রূপে সৃজন করেছেন—না পিশাচেরাও এমন বাক্য উচ্চারণ কত্তে পারেনা। যবনেরা পিশাচের অধম।

রাজা। চলে যাও দূত। তোমার সম্রাটকে বলো, যে চিতোরের বৃদ্ধ যুবা বালক স্ত্রীলোক সকলেই তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কর্ত্তে প্রস্তুত।

দূত। মহারাজ! দিল্লীশ্বরকে আপনারা এরূপ বাক্য প্রয়োগ

কচ্চেন!. আপনারা প্রস্তুত হয়ে থাকুন, মৃত্যু আপনাদের অতি নিকট!

[দূতের প্রস্থান।

রাজা। সেনাপতি! সমরের নিমিত্ত প্রস্তুত হও, যাতে সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি কর্ত্তে পার তার বিশেষ চেষ্টা দেখ, আর নগরের চতুর্দ্দিকে সৈন্য প্রেরণ কর, রাত্রিকালে সকলকে রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নিদ্রা যেতে বোলো, নগর তোরণ বিশেষ রূপে রক্ষা কর্‌বার আদেশ দাও গে।

সেনা। যে আজ্ঞা মহারাজ। ক্ষত্রিয়-শোণিত বিন্দুমাত্র বহমান থাক্তে পাপাচার যবনেরা কথনই চিতোরে প্রবেশ কর্ত্তে পার্ব্বে না। আমি এখন চল্লেম।

[সেনাপতির প্রস্থান।

নেপথ্যে (সভাভঙ্গসূচক গীত)

রাজা। বেলা অনেক হয়েছে, এখন সভা ভঙ্গ করা যাক্। ভগবতি! এই দেখুন বলতে বলতেই এক ঘোর বিপদ উপস্থিত। ওঃ যে ভারত ভূমিতে চিরশান্তি বিরাজ কর্‌ত, নরাধমেরা এসে সেই শান্তি ভঙ্গ কল্লে! এখন এই বিপুল রাজকুলের ও আমার অদৃষ্টে কি আছে তা ঈশ্বরই জানেন। আসুন দেবী অন্তঃপুরে যাই।

সকলে। জয় মহারাজ ভীমসিংহের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভ্রাঙ্ক।

চিতোর—রাজ অন্তঃপুর।

রাজার প্রবেশ।

রাজা। একি মানুষে পারে—এমন কর্ম্ম চণ্ডালেও কর্ত্তে পারে না! আর চণ্ডাল তো মানুষ, পশু পক্ষিরাও কর্ত্তে বিমুখ হয়! পদ্মিনী আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন, তার কাছে ধন তুচ্ছ, রাজ্য তুচ্ছ, রাজসিংহাসন তুচ্ছ! আমি যদি পদ্মিনীকে লয়ে বনে বনে ভ্রমণ করি, বৃক্ষ মূল্র আমার রাজ্জ-অট্টালিকা হবে। যদি বল্কল পরিধান করে যোগীর ন্যায় ভ্রমণ করি, তাতেও তাঁর মুখ চন্দ্র দেখে আমি রাজা, আর আমাকে দেখে তিনি রাণী। আমার রাজ্য যায় যাকৃ আমি এমন কর্ম্ম কর্ত্তে কখনই পার্ব্বো না। এই যে পদ্মিনী ভগবতীর সঙ্গে এই দিকেই আস্‌চেন।

(পদ্মিনী ও কপালকুণ্ডলার প্রবেশ)

পদ্মি। (রাজ্জার হস্তধারণ পূর্ব্বক ক্রন্দন) নাথ! এই অভাগিনীর জন্যই আপনাকে এই বিপদ সাগরে পড়্‌তে হলো।

রাজা। দেবি! তোমার দোষ কি—সকলি আমার অদৃষ্টের দোষ।

পদ্মি। নাথ! আমার মৃত্যুর আয়োজন করে দিন, আমি মলে আপনাকে এ সকল কষ্ট পেতে হবে না। আমি মলে সেই নরাধম মুসলমান সম্রাট চিতোর আক্রমণে ক্ষান্ত হবে।

কপা। ছি! ছি! মহিষি! ও কথা কি মুখে আন্তে আছে?

সংসারের নিয়মই তো এই,—কখন হর্ষ কখন বিষাদ, কখন সুখ কখন শোক আছেই তো।

পদ্মি। (সরোদনে) ভগবতি! আমার আর বেঁচে সুখ কি? আমার জন্য এই ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত—আমার জন্য যে কত নরহত্যা হবে তার সংখ্যা নাই।

রাজা। দেবি! তুমি কেন আপনাকে আপনি দোষী ভাবচো, তুমি সরলা অবলা, তোমার কি কিছু দোষ সম্ভবে?

পদ্মি। মহারাজ! আমিই তো সকল বিপদের মূল, আমি যদি এখন মরি তাহলে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ রক্ষা হয়। আমার মরাই শ্রেয়। আরো দেখুন যখন মৃত্যু সকলের ভাগ্যে অবশ্য ঘটবে তখন লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ রক্ষা করে যশোভূষণে ভূষিত হয়ে চিরস্মরণীয় নাম রেখে মরাই ভাল।

কাপা। ছি ছি মহিষি ও সকল কথা ছেড়ে দিন। দেখুন দেখি আপনার ওরূপ বাক্যে মহারাজ বড় কষ্ট পাচ্চেন।

পদ্মি। ভগবতি! আমাদের উপায় কিহবে?

কপাল। তার ভয় কি মহিষি! আপনাদের কিসের অভাব? আপনাদের সেনাপতি রয়েছে—সেনা রয়েচে—

[নেপথ্যে দুন্দুভি ধ্বনি।

রাজা। একি একি আবার কি নুতন বিপদ উপস্থিত হলো? দেবি! আমায় কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত বিদায় দেও।

পদ্মি। যে আজ্ঞে।

[রাজার প্রস্থান।

কপাল। বাছা তুমি এখন বিশ্রাম কর, আমি একবার কুটীর থেকে আসি।

পদ্মি। যে আজ্ঞা আসুন।

[কপালকুণ্ডলার প্রস্থান।

পদ্মি। (যোড় হস্তে ঊর্দ্ধমুখে) মা চিতোরেশ্বরি! চিতোর রাজ্যের মঙ্গল কর, মহারাজের মঙ্গল কর, দাসীর অমুল্যনিধি সতিত্ব-রত্ন রক্ষা কর। মাগো তুমি বিঘ্ন বিনাশিনী—তোমার দাসী কাতর-স্বরে ডাকচে একবার মুখ তুলে চাও। মা! এই মহৎ রাজকুলের মান রক্ষা কর। ওঃ কেন আমার জন্ম হয়েছিল? কেন আমাকে পরমেশ্বর সুন্দরী করে সৃজন করেছিলেন? তাতেইতো প্রাণনাথ এই বিষম বিভ্রাটে পতিত হলেন। এখন মা চিতোরেশ্বরী তুমিই রক্ষা কর।

[মেঘগর্জ্জন ও বজ্রপাত।

পদ্মিনী। (সভয়ে) একি একি মা চিতোরেশ্বরী কি আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য কল্লেন না! (ঊর্দ্ধে দৃষ্টি) উঃ কি ভয়ানক মুর্ত্তি! (মুর্চ্ছা) (আকাশে কোমল বাদ্য)

দ্বিতীয় অঙ্ক।



প্রথম গর্ব্ভাঙ্ক।

দিল্লি—সম্রাট আলাউদ্দিনের প্রমোদ গৃহ।

(আলিউদ্দিনের প্রবেশ)

আলা। (স্বগতঃ) পদ্মিনীর রূপ লাবণ্যের কথা শুনে পর্য্যন্ত আমি একেবারে পাগলের ন্যায় হয়েচি। যত দিন না সেই রমণী রত্নকে দেখ্‌তে পাবো ততদিন আর আমার এ পৃথিবীতে সুখ নাই।

সেই রূপবতীকে পেলে মনের সাধে হৃদয়ে লয়ে তার মুখ চুম্বন করব, সুন্দরীকে আমার প্রধান পাটরাণী করবো। খুদ্র চিতোরের সিংহাসন পদ্মিনীর উপযুক্ত নয়, আমি প্রণয়নীকে দিল্লির সিহাসনে বসাব। শৃগাল ভীমসিংহ তার উপযুক্ত পাত্র নয়, তারউপযুক্ত পাত্র দিল্লির সম্রাট সেকেন্দর সানি। ভীম সিংহ যদি সহজে আমায় পদ্মিনী সমর্পণ করে তাহলে আমি তার উপর কখন শত্রুতাচরণ করব না। চিতোর রাজ্যের উপর কখন হস্তক্ষেপ করবো না। আর যদি আমার আজ্ঞা অবহেলা করে, তাহলে চিতোরকে ভস্মসাৎ করবো। (কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা) তাইতো দূত,এখনো চিতোর হতে প্রত্যাগমন কচ্চে না কেন? এত বিলম্বের কারণ কি? বোধ করি পদ্মিনীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসচে? আহা আমার এমন শুভ দিন কি হবে যে বিনা বিগ্রহে পদ্মিনী লাভ করবো, কেনই বা না হবে? দিল্লির অধীশ্বরের আদেশ কি কেউ লঙ্ঘন কর্ত্তে পারে? ভীমসিংহ এতো মুর্খ নয় যে আমার আজ্ঞা অবহেলা করে আপনার মৃত্যুকে আপনি ডাকবে। আর যে রূপ পত্র লিখেচি তাতে বিলক্ষণ লোভ আর ভয় দেখান হয়েচে।—হু—আমায় যেন কে বলচে আমি নিশ্চয়ই পদ্মিনীকে পাব। পদ্মিনী চিন্তায় শরীরটা অবসন্ন হয়েচে একটু বিশ্রাম করা যাক। (শয়ন) কে আছিস রে—

(এক জন ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। সম্রাট! কি আজ্ঞা হয়।

আলা। আমার হিন্দু বেগম গোলাপ আর কাদম্বিনীকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দে।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

আলা। (স্বগত) মেয়ে মানুষের কদর কাফের হিন্দুরা কি

বুঝবে? মেয়ে মানুষকে কিরকম তোয়াজে রাখতে হয় তা আমরা যেমন জানি পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন জাতিতে সেরূপ জানে না। পদ্মিনীর সঙ্গে যদি এক দিন আমি রসিকতা কত্তে পাই তা হলে সে আমাকে আর ভুলতে পারে না। / উঃ কতক্ষণে আমাদের মিলন হবে?—ভারতবর্ষের যেখানে যা ভাল ভাল পুষ্প ছিল তা সকল ফুলের মধু পান করেচি, এখন বাকি কেবল পদ্মিনী, এ ফুলটির মধু কিছু রয়ে বসে খেতে হবে।

(গোলাপমণি, কাদম্বিনী ও বব্বনের প্রবেশ)

আলা। এস এস, ভাল আছতো বিবিযান?

গোলাপ। ভাল আর কেমন করে। (গোলাপ ও কাদম্বিনীর উপবেশন) (স্বগত) ভাল—এখন তোমার হাত থেকে এড়াতে পারলে।

আলা। কেন কেন?

গোলাপ। আপনি তো দাসিদের একবারে ভুলে গিয়েছেন, আজ পনরো দিন আমরা আপনার দর্শন সুখে বঞ্চিত। (স্বগতঃ) পামর যবন! তুই আমাদের সতিত্ব নষ্ট করে কলঙ্কিত করলি! হিন্দু রমণী হয়ে যবনী হলেম! পিঞ্জরের বিহঙ্গিনীর ন্যায় কাল যাপন কচ্চি—চণ্ডালের সেবাতে দিন যাপন কত্তে হচ্চে—ওঃ কবে যে মৃত্যু হবে!

আলা। (হাস্য করিয়া) তোমাদের কি ভুলতে পারি সুন্দরি! তবে কি জান আজ কদিন ধরে শরীরটা অসুস্থ ছিল তাইতে তোমাদের ডেকে পাঠাইনি, তা যাক ও সকল কথা এখন ছেড়ে দাও এসো একটু আমোদ করা যাক।

কাদ। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। (স্বগত) পিশাচের আজ্ঞা—উঃ হিন্দু রমণী হয়ে যবনের দাসী—কি বিড়ম্বনা—মনো-

ভাব গোপন রেখে পামরের সেবা করতে হচ্চে, ইচ্ছা করে পামরকে কোন প্রকারে বধ করে গায়ের জ্বালা মিটাই; কিন্তু কিছুতেই সুযোগ পাচ্চিনি।

আলা। বব্বন।

বব্বন। দাসি হাজির—সম্রাটের কি অনুমতি হয়।

আলা। পেয়ালা আর সিরাজ থেকে যে মদ এসেচে তাই নিয়ে আয়।

বব্বন। সম্রাটের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[বব্বনের প্রস্থান।

আলা। গোলাপ! তুমি একটি গাও, তোমার গান শুনতে আমি বড় ভালবাসি।

গোলা। সম্রাটের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

আলা। গানটা নাচের সঙ্গে হলেই ভাল হয়। কাদু! তুমি গোলাপের সঙ্গে নাচ।

কাদ। যে আজ্ঞা।

(নৃত্য ও গীত)

আলা। শুভান আল্লা বহুত আচ্ছা হায়। গোলাপ, তোমারা ওয়াস্তে হাম যান দেগা।

গোলাপ। (স্বগত) পরমেশ্বর যেন তাই করেন, যে দিনে তোমার রক্তে স্নান করতে পারবো সে দিনে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

(নেপথ্যে দুন্দুভি ধ্বনি)

আলা। এ কি! দুন্দুভির ধ্বনি কিসের! বোধ হয় চিতোর

হতে দূত ফিরে এলো। গোলাপ যাও তোমরা এখন বিশ্রাম করগে, আমায় এখন রাজ সভায় যেতে হবে।

গোলা। যে আজ্ঞে আমরা এখন চল্লেম; কিন্তু দাসিদের যেন মনে থাকে।

আলা। তোমাদের কি ভুলতে পারি, কে আছিসরে।

কাদ। (স্বগত) ক্ষণকালের জন্যে নরক হতে উদ্ধার হলেম।

[উভয়ের প্রস্থান।

(এক জন ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। সম্রাট কি আজ্ঞা হয়।

আলা। দেখতো কিসের দুন্দুভিধ্বনি হলো।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

আলা। বোধকরি দূতরাজ পদ্মিনীকে সঙ্গেকরে এনেচেন।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। চিতোর হতে দূতরাজ প্রত্যাবর্ত্তন করেচেন।

আলা। সঙ্গে আর কেউ এসেচে?

ভৃত্য। আজ্ঞে না, তিনি একা ফিরে এসেচেন।

আলা। (আশ্চর্য্য ভাবে) একক!

ভৃত্য। আজ্ঞে হাঁ।

আলা। আচ্ছা যা।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

আলা। (স্বগত) তবে কি ভীমসিংহ পদ্মিনীকে প্রেরণ করেননি, যদি এরূপ হয়ে থাকে তবে তাঁর আর রক্ষা নাই।

চিতোরের সকলকেই বধ করবো, যাই রাজসভায় দূতের মুখে সবিশেষ শুনিগে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ব্ভাঙ্ক।

চিতোর—পদ্মিনীর যন্ত্রাগার।

নলিনী ও মালতী আসীনা।

নলিনী। মুসলমানদের সঙ্গে কি যুদ্ধই বাধ্‌ল! এর কি আর শেষ হবে না? কত লোক যে এই যুদ্ধে প্রাণ ক্ষোয়াচ্চে তার আর সংখ্যা নাই।

মালতী। আহা সোনার চিতোরকে ছারখার করে ফেলেচে।

নলিনী। দেখ সখি যত দিন হতে এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে আর মুসলমানেরা এসে যত দিন চিতোর আক্রমণ করেচে, তত দিন থেকে মাহারাজের আহার নিদ্রা পরিত্যাগ হয়েছে।

মালতী। দেখ নলিনি, প্রিয় সখি পদ্মিনীও দিন দিন মলিনা হয়ে যাচ্চেন, দিন রাত্রি কান্না তাঁর ব্রত হয়ে পড়েচে। কাঁদেন আর বলেন আমার জন্যেই মহারাজ এত কষ্ট পাচ্চেন, চিতোর বাসিরা জ্বালাতন হচ্চে, আমার মরাই ভাল।

নলিনী। তা ভাই তাঁর দোষ কি?

মালতী। দোষ!—দোষ কাকে বলে তিনি কি তা জানেন!

নলিনী। নরাধম যবনেরা সমস্ত ভারতবর্ষ ছার খার করলে,

তবুও নিস্তার নাই। শেষে আমাদের একমাত্র হিন্দুরাজা—তার উপর এসে পীড়ন আরম্ভ করেছে।

মালতী। আহা প্রিয় সখির দুঃখ দেখলে বুক ফেটে যায়। যবনের আসা পর্য্যন্ত তিনি আর এ যন্ত্রাগারে আসেন না।

নলিনী। আগে তিনি আমাদের সঙ্গীত শিখাবার জন্য কত যত্ন করতেন, সঙ্গীত চর্চ্চায় তাঁর বিশেষ আমোদ ছিল।

মালতী। আজ তাঁকে আমি এখানে আসবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেছি।

নলিনী। (বিশেষ আগ্রহের সহিত) তিনি কি স্বীকার করেচেন ?

মালতী। না—কিছুতেই তিনি স্বীকার পেলেন না।

নলিনী। তবে চল এখন একবার তাঁর কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ব্ভাঙ্ক।

চিতোর—রাজসভা।

(মহারাজ ভীমসিংহ, অনঙ্গপাল, রণবীর সিংহ ও সভাসদ্ বর্গ)

ভীম। বল কি অনঙ্গপাল, তুমি কি তবে আমায় তাঁর ওরূপ জঘন্য প্রস্তাবে সম্মত হতে বল ? ওরূপে রাজার রাজ মকুট রক্ষা করা অপেক্ষা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে উদর পূরণ করা সর্ব্বাংশে ভাল। তোমার ভয় হয়ে থাকে তুমি গিয়ে পাঠানের শরণাপন্ন

হও। মনুষ্য রক্ত যার শরীরে আছে সে এমন কায করতে পারে না।

অনঙ্গ। দেব! এমন নরাধম কে আছে যে সন্তান হয়ে জননীকে দস্যু হস্তে সমর্পণ কর্তে পরামর্শ দেয়! আমি আপনার জন্য বলচি না, ওরূপ স্বার্থপরতা যে মুহূর্ত্তে আমার মনে উদয় হবে সেই মুহূর্ত্তে যেন আমার মস্তকে বজ্রপাত হয়। আমার বলবার তাৎপর্য্য এই যে, সংগ্রামে তো ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই, দেখুন দিন দিন কত কত প্রাণিহত্যা হচ্চে, কত কত বীর এর মধ্যেই অনন্ত শয্যায় শয়ন করেছেন, রাজকোষ ক্রমে অর্থ শূন্য হচ্চে, নগর একবারে শ্রীহীন হয়ে গেছে, বাণিজ্য বন্ধ হয়েছে, কৃষি কার্য্য রহিত হয়েছে, আরো কিছু দিন এই যুদ্ধ চললে ভবিষ্যতে যে কি হবে তা ভাবলে অন্তঃকরণ শুষ্ক হয়। তাই বলেছিলেম যখন আলাউদ্দিন সন্ধি করতে সম্মত আছেন তখনএকবার চেষ্টা করে দেখতে হানি কি! আমি তাঁর জঘন্য পশুবৎ প্রস্তাবে সম্মত হতে বলছি না, বিচার করে যা সঙ্গত বোধ হয়, এবং মহারাজের যে রূপ অনুমতি হয় সেই রূপ কোন প্রস্তাব রাজপক্ষ হতে তাঁকে লিখে পাঠান হোক। তাতে তিনি সম্মত হন উত্তম নচেৎ অন্যোপায় দেখা যাবে।

সেনা। মন্ত্রীমহাশয়! আপনি বিজ্ঞ, পণ্ডিত, বহুদর্শী। আমাদের ন্যায় সামান্য বুদ্ধির লোকের আপনার বাক্যের প্রতিবাদ করা যুক্তি বিরুদ্ধ। তবে আপনার অমায়িকতা ও স্নেহের উপর নির্ভর করে গুটি কত কথা বলতে সাহস করিছি। মহাশয় আপনি বল্লেন যে "তাঁর জঘন্য প্রস্তাবে না সম্মত হয়ে আমাদের পক্ষ হতে কোন প্রস্তাব করে পাঠান হোক" তাতে বোধ হয় কতক গুলি অর্থ দিয়া পাঠান দস্যুর পদানত হওয়া আপনার অভিমত,

মহাশয় রাজপুতগণ এখনও এত নিস্তেজ হয়নি। চিতোর এখনো অতুরালয় হয়নি। আপনি যান—সৈন্য দলের মধ্যে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করুন—প্রত্যেক নগরবাসিকে জিজ্ঞাসা করুন কেও এ প্রস্তাবে সম্মত কিনা? তাদের মধ্যে এমন একজন দেখান যে চিতোর রক্ষার্থ অস্ত্র ধারণ করে প্রাণ দিতে অসম্মত। আপনি ভবিষ্যত চিন্তা কচ্চেন, ভবিষ্যতে যে কি হবে তা ভবিষ্যতের হৃদয় কন্দরে নিহিত। মনুষ্যের মান আপেক্ষা প্রাণ কি অধিক প্রিয়তর! আলাউদ্দিন্ যে কোন্ সাহসে বিনা কারণে বিনা উত্তেজনায় আমাদের জননী রাজমহিষীর অবমাননা করে,—কোন সাহসে সে পুণ্য ভূমি বীর ভুমি চিতোরের অপমান কল্লে,—সে কি মনে করেছে যে চিতোরে শুদ্ধ স্ত্রীলোকে বাস করে, আর তাঁহলেও রাজপুত কুলকামিনীরা কি যবন অত্যাচারীকে ভয় করে! আপনি এক বার ঘোষণা করে দিন এখনি দেখবেন সহস্র সহস্র চিতোররমণী অসি হস্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। আমরা যদি এক্ষণে পদানত হয়ে যবনের সহিত সন্ধি করি, তাহলে সেই সকল বীর্য্যবতী রমণীগণ আমাদিগকে ধিক্কার দেবে, তাকি সহ্য কত্তে পারা যাবে! মহারাজ সৈন্যগণ এখন উৎসাহে জ্বলন্ত প্রায়, যবন নিপাত যবনক্ষয় এই তাদের এখন ইষ্ট মন্ত্র, তারা কেহ বেতনভোগী বলে যুদ্ধ কচ্চে না, তারা সকলেই এখন নিজ নিজ উৎসাহে উৎসাহিত, তারা সকলেই এক বাক্যে বলচে যে চিতোরের জন্য প্রাণ দিব, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিব, এমন সময় এমন সৈন্যগণকে যুদ্ধ হতে নিরস্ত কল্লে তাহাদের প্রতি মহারাজের নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়। মন্ত্রী মহাশয় এক বার ভেবে দেখুন দেখি নরপ্রেতের এ অত্যাচারের উদ্দেশ্য কি পরস্ত্রী হরণেচ্ছা! ওঃ

এমন মানুষকে জীবিত থাকতে দিলে জগদীশ্বরের কাছে অপরাধী হতে হবে। মহারাজ অনুমতি করুন আমি আপনার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করছি হয় সেই পাঠান দুরাচারের বক্ষ পদাঘাতে বিদীর্ণ করে সেই বক্ষের রক্তে অবগাহন করে তার পাপ কলুষিত রসনা সমূলে উৎপাটন করে মহারাজের চরণ প্রান্তে উপহার দিব, নয় এই অকিঞ্চিৎকর জীবন সমরে বিসর্জ্জন দিব। পাপিষ্ঠ দস্যুর সহিত সন্ধি?

ভীম। রণবীর! তোমার প্রতিজ্ঞাতে আমি অত্যন্ত প্রীত হলেম, ভরসা করি তোমার এই প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হবে; তোমারই বাহুবলে এতদিন চিতোর রক্ষা হয়েছে। যবনেরা এত করেও নগরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় নাই। এ তুমুল সংগ্রামে তুমিই আমার প্রধান ভরসা, যদি এ যুদ্ধে জয় লাভ করতে পার তবে ভারতবর্ষ চিরকাল তোমার যশ ঘোষণা করবে।

(এক জন ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। (যোড় করে) মহারাজ যবন শিবির হতে পত্র হস্তে এক জন দূত এসেছে, রাজ দর্শনে অভিলাষ করে।

ভীম। তাকে এখানে আনতে পার। (ভৃত্যের প্রস্থান) আবার আলাউদ্দিন কি নিমিত্ত দূত প্রেরণ করেছে?

মন্ত্রী। আমার বোধ হয় তিনি পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠায়েছেন।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ সম্রাটের অভিপ্রায় সমস্তই এই পত্রে ব্যক্ত আছে। (পত্রদান)

ভীম। মন্ত্রী পাঠ কর।

মন্ত্রী। (পত্র পাঠ)

বীর কুল পূজনীয় শ্রীমম্মহারাজ
রাণা ভীম সিংহ প্রবল প্রতাপেষু।

রাজন্‌।

দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ আমরা পরস্পরের শত্রু এবং সেই শত্রুতা আমার দুর্ম্মতির বিষময় ফল, এক্ষণে তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি। আমি দুষ্ট সয়তানের কুহকে পতিত হইয়া ঘোর নারকীর ন্যায় অন্যায় আচরণ করিয়াছি। এক্ষণে অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। যুদ্ধে মহারাজেরও ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু তুলনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় আমার ক্ষতির দশমাংশের একাংশও মহারাজের হয় নাই। অতএব আমার একান্ত বাসনা যে আপনি সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত হয়েন। আমি কোন রূপ ক্ষতি পূরণের প্রার্থনা করি না, আসুন আমরা শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া উভয়ে উভয়কে মিত্র বলিয়া সম্বোধন করি। কেবল আপনার সমক্ষে এক মাত্র নিবেদন, যে যাহার জন্য এত পরিশ্রম এত কষ্ট স্বীকার করিলাম, এত সৈন্যক্ষয় করিলাম, একবার সেই রমণী কুল শিরোমণি রাজসতী পদ্মিনীকে দর্শন করিব। আমি সাক্ষাৎ দর্শনেচ্ছা করিতে সাহস করিনা, কেবল মাত্র মুকুরে তাঁহার প্রতিবিম্ব দর্শন করিব। ভ্রাতঃ যদ্যপি অসন্তুষ্ট না হইয়া আমার এই সামান্য প্রস্তাবে সম্মত হন তাহা হইলে এই দূত প্রমুখাৎ সংবাদ পাঠাইবেন। আমি অল্পমাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া নগর প্রবেশ পূর্ব্বক রাজ মহিষীর চরণ দর্শন করিয়া তৎপরদিবসই সসৈন্যে স্বীয় রাজধানী প্রস্থান করিব। ইতি

প্রণয়াভিলাষী
সেকেন্দর সানি।

দূত। এক্ষণে মহারাজ অধীনের প্রতি কি আজ্ঞা হয়।

রাজা। মন্ত্রী এপত্রের মর্ম্ম কিবুঝলে! ভাষায় তো সরলতা ও বিনয়ের অপ্রতুল নাই। কিন্তু শঠের হৃদয়ের সহিত লেখনীর ও রসনার সম্পর্ক কি? শঠতা যবনদিগের অভ্যস্ত।

রণ। মহারাজ আমার বোধ হচ্চে দুষ্ট পাঠান এক্ষণে বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছে রাজপুত জাতির কত বল, তাই কৌশলে আমাদের অনিষ্ট করবার চেষ্টা করছে। মহারাজ বিধর্ম্মীর কথায় কখন বিশ্বাস করা উচিত নয়। ও রূপ অন্যায় অত্যাচারীকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়।

মন্ত্রী। বরং ভাবুন না কেন পাঠান সম্রাট এক্ষণে বেশ বুঝতে পেরেছেন যে রাজপুত জাতির কত বল তাই মহারাজের পদানত হয়ে সন্ধি প্রার্থনা করেছেন। সহসা কুভাব লওয়াটা কিছু নয়।

রণ। আর সহসা বিশ্বাস করাটাও কিছু নয়।

মন্ত্রী। অবশ্য,—কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন এ বিশ্বাস করায় আমাদের কিছু মাত্র হানি হতে পারে না; আমরা কিছু তাঁর হস্তগত হতে যাচ্ছিনা যে তিনি আমাদের উপর বিশ্বাস-ঘাতকতা করবেন বরং তিনিই সহায় সম্পন্ন হীন হয়ে আমাদের নগরে প্রবেশ করতে চাইতেছেন তখন তাঁর মনে ভয় নাই যে কোন অন্যায়াচরণ করলে তাঁকে সমূহ বিপদে পড়িতে হবে?

রণ। যবনের এতদূর স্পর্দ্ধা যে হিন্দু মহিলা দেখতে অভিলাষ করে?

মন্ত্রী। যবন কি মনুষ্য নয়—দেবতা দর্শনে কেনা অভিলাষী আর কেই বা বঞ্চিত?

রাজা। মন্ত্রী এই যুক্তিটী আমার সঙ্গত বলে বোধ হচ্ছে। দেখ রণবীর, ক্ষত্রিয় যে কেবল যুদ্ধ অভ্যাস কর্ব্বে এমন নয়, বিনয়

অভ্যাস করাও বিশেষ কর্ত্তব্য—শান্তি অপেক্ষা সুখ আর পৃথিবীতে নাই। ভগ্নশান্তিসংস্থাপনাশয়েই শান্তিভঙ্গকারীর সহিত যুদ্ধ করবে, নচেৎ অকারণ নরহত্যা যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। যেমন আক্রমণ কারী অত্যাচারীর প্রতি ব্যাঘ্রবৎ ব্যবহার করবে, সেই রূপ পদানত শত্রুকে ভ্রাতৃ আলিঙ্গন করবে। যখন আলাউদ্দিন আমাকে ভ্রাতা সম্বোধন করেছেন তখন তাঁকে অবহেলা করলে আমার অভদ্রতা ও রাজধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়। প্রথম, আমার মনেও তোমার ন্যায় সন্দেহ উপস্থিত হয়ে ছিল, কিন্তু এক্ষণে বিবেচনা করে দেখলেম যে অনঙ্গ পাল যে যুক্তি প্রদর্শন করলে তা অযথা নয়। অতএব স্থির করলেম যে সম্রাট আলাউদ্দিনের সন্ধি প্রস্তাবে আমি সম্মত। মন্ত্রী তুমি এই মর্ম্মে এক খানি পত্র লিখে পাঠাও। দূত তুমি এখন বিশ্রাম করগে। অদ্য সভা ভঙ্গ হউক।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ব্ভাঙ্ক।

চিতোর রাজ অন্তঃপুর। নলিনী ও মালতীর প্রবেশ।

নলিনী। আজ আমি অনেক করে অনুরোধ করাতে, তিনি সঙ্গীতশালায় আসতে সম্মত হয়েছেন। আহা মহিষীর দুঃখ দেখলে বুক কেটে যায়। আগে আগে তিনি মহারাজকে সঙ্গে লয়ে সর্ব্বদাই এখানে আসতেন, গান শুনতে কত ভাল বাসতেন, এখন সর্ব্বদাই একলা বসে বসে ভাবেন, কেবল বলেন যে

আমারই জন্য এই অনর্থ ঘটল ; আর তাঁর চোক দিয়ে টস্ টস করে জল পড়তে থাকে।

মাল। আহা ! অমন সরলা স্ত্রীলোক আর কি আছে ? এমন মায়ার শরীর কখন দেখি নাই। রাজ মহিষী বলে একটী দিনও অভিমান নাই, আমাদের সঙ্গে এমনি ব্যবহার করেন যেন আমরা তাঁর মার-পেটের ভগ্নী। কাল আমায় বলছিলেন "মালতি আমার জন্যই মহারাজের এই বিপদ।"

নলি। মহারাজেরও ভাই বড় অন্যায়, আজ কদিন একবারও বাড়ীর ভিতর পা দেন না। স্ত্রী লোকের হাজার দুঃখ হোক স্বামী কাছে থাকলে মন অনেক শান্ত থাকে।

মাল। নলিন ! তুমি ভাই পাগল, মহারাজ কি ইচ্ছে করে মহিষীর কাছে আসেন না ? তাঁর কি তিলার্দ্ধ অবকাশ আছে ? কিসে যুদ্ধে জয় লাভ হবে, কিসে রাজ্য রক্ষা করবেন এই ভেবে ভেবে তাঁর আহার নিদ্রা পরিত্যাগ হয়েছে।

নলি। তা ভাই এ পোড়া যুদ্ধের কি শেষ হবে না ? আমাদের সৈন্যেরা কি যবনদের সঙ্গে পারবে না ? এমন অন্যায় যুদ্ধ ত কখন দেখি নাই ! দেশ কাড়া কাড়ী নিয়েই রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় ! ওমা একি ঘৃণা ! এ পাপ মুসলমান জাতের গায়ে কি মানুষের চামড়া নাই ? রাজার রাণী কেড়ে নেবে,—সতীর সর্ব্বনাশ করবে, এরা কি রাবণের বংশ ! তা সতীর চক্ষের জল ফেলিয়েছে, সহজ কথা নয়। রাবণের মতন যবনের বংশও উচ্ছন্ন যাবে।

মাল। দিদি ! এমনি কাল, এখন কি আর ভাল মানুষের দিন আছে—এখন পাপেরই রাজত্ব ! তা যাক্ বোন্ এখন রাজমহিষী কিসে ভাল থাকেন আমাদের তাই করা উচিত। তাঁকে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক রাখতে হবে। ও রকম রাত দিন ভাবলে কি তাঁর শরীরে

কিছু থাকেবে ? তাঁকে একলা থাকতে দিব না, তাঁর সঙ্গ ছাড়বো না, তিনি যেখানে যাবেন আমরাও সেখানে যাব।

নলি। এই যে মহিষী এখানে আসছেন, তবে আমার কথা রেখেছেন।

(পদ্মিনীর প্রবেশ)

পদ্মিনী। নলিন! তুমি আমায় আজ এখানে আসতে বলে-ছিলে, তা আমার মনে ছিল না। সুকুমারীকে দেখে মনে হলো তাইতে দেরী হয়েছে, কিছু মনে করো না।

নলি। রাজমহিষি! আপনি যে দাসীর অনুরোধ রেখেছেন এই যথেষ্ট। এতে যে আমার মনে কত আহ্লাদ হচ্ছে বলতে পারি না।

পদ্মি। ছি নলিন অমন কথা বলো না; তোমাদের কথা রাখবো না? এ দুঃখের সময় তোমরা আমার এক মাত্র জুড়াবার স্থান। তা তুমি আজ কেন আমাকে এখানে আসতে অনুরোধ করেছিলে? তোমাদের সঙ্গীত শিক্ষা কেমন হচ্ছে? যে দুরবস্থায় পড়ে আছি একবারও তোমাদের তত্ত্ব নিতে পারি না।

মাল। রাজমহিষি! আপনি কেন এত অনর্থক চিন্তা করেন। যুদ্ধ বিগ্রহ কিছু রাজপুতদিগের মধ্যে নুতন প্রথা নয়। আর আমাদের মহারাজ নিজে এক জন অদ্বিতীয় বীরপুরুষ, আর তাঁর সৈন্য বল, অর্থবল কিছুরই অভাব নাই। তা এর জন্য আপনার রাত দিন ভেবে শরীর নষ্ট করা উচিত নয়।

নলি। রাজমহিষি! আমরা আর আপনাকে ভাবতে দিব না, সেই জন্য আপনাকে এখানে আসতে মিনতি করেছিলাম। আমা-দের নিতান্ত ইচ্ছা যে আপনি পূর্ব্বের ন্যায় গান বাজনা শুনে

আমোদে থাকেন। সঙ্গীতে যেমন মন শান্ত করে তেমন আর কিছুতে নয়। রাজমহিষি আমাদের কথা রাখুন, আমরা যে প্রকারে পারি আপনাকে সন্তুষ্ট রাখবো।

পদ্মি। নলিন তোমরা যে আমার মনের কষ্ট দুর করতে চেষ্টা করবে তার আর বিচিত্র কি? কিন্তু সখি আমার কি আর আমোদ প্রমোদে মন যায়, আমার জন্যই প্রজাদের সুখ, শান্তি ভঙ্গ হয়েছে, আমার জন্যই রাজ্যে বিপদ উপস্থিত হয়েছে, আমার নিমিত্তই মহারাজ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেছেন! আহা তাঁর মুখ পানে চাইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। এ সকলের মূল আমিই। বল দেখি আমি কি করে আমোদ প্রমোদে মন দি?

মাল। মহিষি কেন বৃথা আপনাকে এবিষয়ে দোষী করেন। এতে আপনার দোষ কি? সকলি অদৃষ্টের দোষ।

পদ্মি। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ভগবতী কপালকুণ্ডলা এদিকে আসচেন।

(কপালকুণ্ডলার প্রবেশ)

কপা। মহিষি আপনি যে দিন রাত্রি কেঁদে কেঁদে সারা হলেন!

পদ্মি। ভগবতি! আমি কাঁদবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করেছি।

কপা। দেবি! আমি চির উদাসিনী তবু আপনাদের দুঃখ দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়,—আপনি শান্ত হন। এ যুদ্ধে মহারাজ নিশ্চয়ই জয় লাভ করবেন।

পদ্মি। ভগবতি! এ হতভাগিনীর জন্যই মহারাজ এত কষ্ট পাচ্চেন। এ হতভাগিনী যদি মহারাজের প্রণয়িনী না হতো, তা হলে মহারাজ এ বিষম বিভ্রাটে পড়তেন না। তা আমার পক্ষে এখন মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

কপা। দেবি! আপনি এত উতলা হবেন না, মহারাজ সর্ব্বদা আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে তাঁর কষ্ট আরো বৃদ্ধি হবে। রাজ্ঞি! আপনি শান্ত হন। এই যে মহারাজ এ দিকে আসচেন।

(রাজার প্রবেশ ও সকলের উত্থান।)

রাজা। দেবি! তুমি এখানে? আমি তোমার অন্বেষণে এখানে এলেম। আমি তোমাকে অন্তঃপুরের সকল স্থানে অন্বেষণ করেছি।

পদ্মি। মহারাজ, আমি উদ্যানে ছিলাম।

রাজা। দেবি বসো। ভগবতি আসন পরিগ্রহ করুন।

কপা। যে আজ্ঞা। (সকলের উপবেশন)

পদ্মি। মহারাজ যুদ্ধের সংবাদ কি?

রাজা। এখনো পর্য্যন্ত মুসলমানেরা চিতোরে প্রবেশ করতে পারে নাই, কিন্তু আর রাখতে পারি না। আমার সৈন্য সকলই নষ্ট হয়েছে।

পদ্মি। তবে আমাদের উপায় কি হবে?

রাজা। ভগবানই জানেন। কিন্তু আলাউদ্দিন সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠিয়েছে।

পদ্মি। মহারাজ সেত সুখের বিষয়। আপনি সন্ধি করুন না কেন।

রাজা। আমি সন্ধি করতে প্রস্তুত, কিন্তু যে পণে সন্ধি করতে চেয়েছে, সে পণে কি রূপে সম্মত হই।

পদ্মি। কি পণে মহারাজ?

রাজা। ওঃ সে অতি নিদারুণ কথা, আমি কেমন করে বলব। সে লিখে পাঠিয়েছে, তোমার প্রতিমূর্ত্তি একবার দর্পণে দেখে সসৈন্যে ফিরে যাবে।

পদ্মি। এ আর নিদারুণ কথা কি মহারাজ! আমি আপনার জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারি, এত তুচ্ছ কথা।

রাজা। দেবি! আমি জানি তুমি আমাকে কত ভাল বাস।

পদ্মি। মা চিতোরেশ্বরী এত দিনের পর বুঝি মুখ তুলে চাইলেন।

রাজা। তবে দেবি! আমাকে এক্ষণে বিদায় দাও। আমি মন্ত্রীকে পত্র প্রেরণের আদেশ দিইগে। আমি এখন চল্লেম।

কপা। যে আজ্ঞা। (সকলের উত্থান)

[রাজার প্রস্থান।

পদ্মি। ভগবতি! চলুন একটু উদ্যানে বেড়িয়ে আসিগে। নলিনী, মালতী তোমরাও এস।

উভয়ে। চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ব্ভাঙ্ক।

চিতোর—রাজপথ।

দুই জন নাগরিকের প্রবেশ।

১ম না। মহাশয় আপনারতো রাজসভায় সর্ব্বদা যাওয়া আসা আছে, সুতরাং আমাদের অপেক্ষা রাজ্য সম্বন্ধীয় বিষয় আপনার অধিক জানা সম্ভব। তা সন্ধির বিষয় কিরূপ শুনলেন বলুন দেখি।

২য় না। মহাশয় কি এ বিষয়ের কিছু শুনেন নাই? সম্রাট্ আলাউদ্দিন মহারাজের নিকট অতি বিনীতভাবে এক খানি পত্র লেখেন, তাতে এই প্রস্তাব করেন যে তিনি একবার রাজমহিষীর দর্শন পেলেই সসৈন্যে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করবেন।

১ম না। তা মহারাজ কি এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন?

২য় না। হাঁ স্থির হয়েছে যে অদ্য যবন সম্রাট্ সামান্য ভাবে অল্প মাত্র লোক সমভিব্যাহারে রাজবাটীতে এসে দর্পণে রাজ-মহিষীর প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করবেন।

১ম না। রাজমহিষী এতে কোন আপত্তি করেন নাই।

২য় না। মহাশয় আপনি আমাদের রাজমহিষীকে জানেন না, তাঁর মতন সরলা, পতিরতা রমণী, রমণীকুলে দুর্ল্লভ। আমি তাঁর এক জন পরিচারিকার মুখে শুনলাম যে মহারাজ তাঁর নিকট এ বিষয় ব্যক্ত করতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়েছিলেন; তাতে মহিষী বল-লেন "মহারাজ আপনি এই সামান্য বিষয়ের জন্য কেন এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন, যদি আমার প্রাণ দিলে আপনার ও রাজ্যের বিপদ্ দূর হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত আছি।"

১ম না। যথার্থ পতিভক্তি, প্রগাঢ় প্রজাবাৎসল্য; এইরূপ রাজমহিষী প্রজাগণের যথার্থ জননী স্বরূপা। আহা, আমাদের মহারাজ কি পুণ্যবান্, যে এরূপ রমণীরত্ন লাভ করেছেন। ভার্য্যা গুণবতী না হলে সংসারে সকলই বিষময় বোধ হয়। সে যা হোক এই যুদ্ধ বিপ্লবের যে সহজে শান্তি হলো এ পরম সুখের বিষয়।

২য় না। তার আর সন্দেহ কি, এ যুদ্ধ রহিত না হলে চিতোরের যে কি দুর্দ্দশা হতো তা আর বলা যায় না। ম্লেচ্ছেরা আজ কাল যেরূপ পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছে, তাদের আক্রমণ হতে চিতোর রক্ষা করা বড় সহজ ব্যাপার হতো না। আমাদের প্রতি

ভগবতী মহাকালীর অত্যন্ত কৃপা বলতে হবে, যে সহজে আমরা এ ঘোর বিপদ্ হতে উদ্ধার হলেম।

(সভা পণ্ডিতের প্রবেশ।)

সভা। (স্বগত) আঃ বাঁচ্লেম, আরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কি ওসব সাজে! পূজা, আশ্রয় করলেম, আহারাদি সচ্ছন্দে হলো, দুটো একটা শাস্ত্রালাপ করলেম, জোর তাতে একটু তর্ক যুদ্ধ করলেম, খানিকটা গলা বাজি হলো চুকে গেল, তা নয় আবার কি অসি যুদ্ধ, রক্তারক্তি ব্যাপার! আবার সেনাপতিটের বুদ্ধি দেখ দেখি, বলে সকলকে যুদ্ধ করতে হবে, বলে চিতোরের যে যেখানে আছে,—বৃদ্ধ, যুবা, বালক, সকলকেই অস্ত্রধারণ কর্তে হবে, ব্রাহ্মণও বাদ নাই। বেটা কাঁট গোঁয়ার, মরবি বেটা আপনি মর, আবার পাঁচ জনকে জড়াস কেন? সে দিনে তলয়ার খানা তুলতে গিয়ে দেখি যে দেড় মণ ভারি, আমার হাতের কব্জিতে আজও বেদনা রয়েছে। চাগাতেই পাল্লেম না আবার তাই নিয়ে যবন বধ কর্ব কি? এখন সন্ধি হলো বাঁচা গেল কিন্তু মহারাজের সম্মুখে বলা হবে না যে আমি যুদ্ধে ভয় পেয়েছিলাম। এখন রাজ সভায় যাওয়া যাক।

[প্রস্থান।

১ম। মহাশয় সভা পণ্ডিত মহাশয়ের সাহসের কথা শুনলেন ত।

২য় না। ওসব জানাই আছে ওদের বীরত্ব যত বাহ্মণীর কাছে। চলুন এক বার রাজদর্শনে যাওয়া যাক।

১ম না। চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিতোর—রাজভবন।

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। স্বগত) আলাউদ্দিন বন্ধু ভাবে মহারাজকে লয়ে গিয়ে বন্দী কর্‌লে। মহারাজ স্বপ্নেও জনতেন না যে এরূপ হবে,—তিনি জানতেন না যে যবনেরা তাঁর সহিত শঠতাচরণ কর্‌বে, তাঁকে বন্দী কর্‌বে, তা হলে কি তিনি সে স্থলে যান;—না তারা তাঁকে বন্দী কর্‌তে পারে? দুরাচারেরা রাজ্ঞীকে দেখ্‌তে চাইলে, তিনি দেখালেন—সন্ধি হলো, পরে যে এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌বে তা কে জানে? এখন কি উপায়ে মহা রাজকে উদ্ধার করা যায়। (বিমর্ষভাবে অবস্থিতি)

(সেনাপতির প্রবেশ।)

সেনা। মন্ত্রী মহাশয় মহারাজের উদ্ধারের কি উপায় স্থির করলেন?

মন্ত্রী। কিছুই স্থির কর্‌তে পারি নাই, আপনি কি পরামর্শ দেন।

সেনা। আমি এই বলি, আপনি আজ্ঞা করুন, অদ্যই এই মুহূর্ত্তে যবন শিবির আক্রমণ করে যবনদিগকে ছারখার করে তাঁকে উদ্ধার করি।

মন্ত্রী। সেরূপ উপায় অবলম্বন করে মহারাজকে উদ্ধার করা যাবে না, কারণ আমাদিগের সৈন্য-বল তত নাই। এখন অন্য

কোন উপায়ে সন্ধির প্রস্তাব করা ভাল। এখন যথেষ্ট অর্থ লয়ে যদি মহারাজকে মুক্ত করে দেয় তাহারই প্রস্তাব করে পাঠান যাক।

সেনা। মহাশয় যবন সম্রাট্ অর্থ লোভে চিতোর আক্রমণ করে নাই যে প্রচুর অর্থ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে সন্ধি কর্‌বে। আর যবনের সহিত সন্ধি,—না, তা হতে দিব না! যবনের পদানত হয়ে সন্ধি কর্‌লে আমাদের অপমানের আর সীমা থাকবে না, আর তাতে মহারাজও সন্তুষ্ট হবেন না।

মন্ত্রী। সেনাপতি মহাশয়, ক্ষত্রিয় মাত্রেরই এইরূপ সাহস হওয়া উচিত! কিন্তু আমাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য।

(রণবেশে পদ্মিনী এবং গোরা ও বাদলের প্রবেশ।)

পদ্মিনী। মন্ত্রী মহাশয়, মহারাজ তো বন্দী হয়েছেন, এখন তাঁকে মুক্ত করবার উপায় কি?

মন্ত্রী। কি উপায়ে যে মহারাজকে উদ্ধার করবো, তা এখনও কিছুই স্থির করতে পারি নাই।

পদ্মি। আচ্ছা আলাউদ্দিনকে এই মর্ম্মে এক খানা পত্র লিখুন আমি তাতে স্বাক্ষর করি।

মন্ত্রী। কি লিখিব আজ্ঞা করুন।

পদ্মী। লিখুন "আমি তাঁকে আত্ম সমর্পণ করতে প্রস্তুত" কারণ এ ভিন্ন আর রাজার উদ্ধারের উপায় নাই—"অদ্য আমি তাঁর শিবিরে যাত্রা করব; আমার সঙ্গে এক সহস্র পরিচারিকা দাসী যাবে। আর আমি পঁহুছিয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করে শেষ বিদায় গ্রহণ করব।"

সেনা। রাণী মা বলেন কি?

পদ্মি। যা বলি তা করুন্। মন্ত্রী মহাশয় এক সহস্র শিবিকা আনয়ন করুন, পরে যা করতে হয় পরে জানতে পারবেন। সেনাপতি মহাশয়, আমি আপনাকে কিঞ্চিৎ পরে যেরূপ বলে পাঠাব সেই রকমে প্রস্তুত হয়ে থাকবেন।

সেনা। যে আজ্ঞা।

মন্ত্রী। এর তো কিছু ভাব বুঝতে পাল্লেম না। আসুন মহাশয়, রাজ্ঞীর আজ্ঞামত কাজ করিগে।

সেনা। চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।



তৃতীয় গর্ব্ভাঙ্ক।

যবন শিবির।

চারিজন পাঠান সৈন্য মদ্য পানে রত।

১ম সৈ। এসো বাবা আজ কসে আমোদ করা যাক।

২য় সৈ। আজ বাদসাহের হুকুম যে, যে যত পার আমোদ কর।

১ম সৈ। তা আর বলতে, যার জন্য এই লড়াই সে নিজে এসে আমাদের বাদশাহের হচ্ছে।

৩য় সৈ। আবার শুনলেম তার সঙ্গে এক হাজার দাসী আসচে।

৪র্থ সৈ। বলিস কিরে সত্যি নাকি?

৩য় সৈ। সত্যি নয় তো কি মিথ্যা বলছি!

১ম সৈ। তবে তো ভারি মজা, তার ভেতর থেকে দুই একটা পাব না ?

২য় সৈ। আমাদের সম্রাটেরই আঁটবে না।

৪র্থ সৈ। আমার ত একটা বাবা নিতেই হবে।

১ম সৈ। নে নে এখন বাজে কথা রাখ, একটু মদ দে (মদ্য-পান) হুসেন বক্স একটা গাও না ভাই।

৪র্থ সৈ। কি গাইব ?

১ম সৈ। যা তোর প্রাণ চায়।

৪র্থ সৈ। আচ্ছা এক গ্লাস দাও গলাটা সাফ করা যাক।

১ম। এই নে খা।

৪র্থ। (মদ্য পান) আচ্ছা ভাই তবে ঢোলটা নে।

১ম। আচ্ছা।

৪র্থ। (গীত)।

১ম। বেশ ২ বেড়ে গেয়েছ।

২য়। মাইরি ভাই হিঁদু বেটাদের মেয়ে গুল বেশ।

৩য়। ওরে তা যদি না হবে তাহলে বাদসা সাহেব কোথায় দিল্লী থেকে চিতোরে এসে উপস্থিত হবে কেন ? এক মেয়ে মানুষের জন্য বই ত নয় !

৪র্থ। আমা বেটাদের কিন্তু খুব জোর কপাল।

১ম। কেন বল দেখি ?

৪র্থ। কেন আবার জিজ্ঞাসা করিস ? এই নগরে কত লোক মোলো তার ঠিকানা নাই। কিন্তু আমাদের গায়ে একটু আঁচও লাগেনি।

২য়। লাগতো কি না দেখতে পেতিস, যদি পদ্মিনী বাদশার হবে বলে না চিটি লিখত।

৪র্থ। আরে তাইতে বলছি জোর কপাল।

৩য়। আচ্ছা ছুঁড়িও যে ভীম সিংকে ছাড়তে রাজী হলো।

১ম। ওরে বাদশার মাগ হওয়া বড় অল্প ভাগ্যের কথা নয়, আমার মাগ কি আর কারো উপর যদি বাদশার নজর পোড়তো, তাহলে আমি বাবা বলে দিতুম।

২য়। তা হলে তুই একটা বড় ওমরাহ হয়ে যেতিস।

৪র্থ। এখন বাজে কথা রেখে এক গেলাস খাওয়া যাক।

১ম। তবে একটু খেয়ে নি।

গীত

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ব্ভাঙ্ক।

আলা উদ্দিনের শিবিরস্থ একটী গৃহ।

রাজা ভীম সিংহ বন্দী অবস্থায় আসীন।

রাজা। (স্বগত)। ওঃ দুরাচার যবন কৌশল ক্রমে আমাকেঁ বন্দী করলে। নরাধমের কি চতুরতা, পাপিষ্ঠ সন্ধির প্রস্তাব করে পদ্মিনীকে দর্পণে দেখতে চাইলে, আমিও তাই করলেম। পরে বন্ধু ভাবে আমাকে শিবিরে লয়ে এসে বন্দী করলে। আমি যখন যবন শিবিরে আসি তখন আমার কিছু মাত্র সন্দেহ হয় নাই; আমি জানি মানুষের যে কথা সেই কাজ, বিশেষ রাজাদের।

নরাধমের এত শঠতা তা আমি সপ্নেও ভাবি নাই। এরা কি মনুষ্য, না এরা মনুষ্যের আকারে প্রেত। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) ওঃ চিতোরে যে কি হচ্ছে তা আমি কিছুই জানতে পাচ্ছি না। তবে অনঙ্গ পাল আছে, রণবীর আছে। এরা থাকতে যবনেরা চিতোর জয় করতে কখনই পারবে না। (চিন্তা) ওঃ নরাধম এক এক বার এসে আমাকে যে রকম কথা বলছে, তা শুনলে শরীর ক্রোধে কম্পিত হয়, ইচ্ছা হয় দুরাচারের মুণ্ড পদতলে দলিত করি। ওঃ আমার অদৃষ্টে এই ছিল—যবন হস্তে বন্দী হলেম। যদি এই পিঞ্জর থেকে কখন মুক্ত হতে পারি, তা হলে দুরাচারদের সমুচিত শাস্তি দিবই দিব। সমুদয় ভারতবর্ষের দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে গিয়ে সকলকে উত্তেজিত করবো, যেমন করে পারি মাতৃভুমি হতে দুরাচারদের দূর করব। এই যে পিশাচ এই দিগে আসছে।

(আলাউদ্দিনের প্রবেশ)

আলা। মহারাজ এখনও আপনার পদ্মিনীকে দিতে সম্মত হন।

রাজা। দূর হ নরপ্রেত—দূর হ।

আলা। এখনও যদি সম্মত হোস তবে তোর মঙ্গল, নতুবা অগ্রে তোর জীবন নাশ করব, পরে চিতোরকে ভস্মসাৎ করে পদ্মিনীকে হস্তগত করব। আর মনের সাধে তাকে লয়ে কাল যাপন করব।

রাজা। দুষ্ট যবন এই কি যোদ্ধার ধর্ম্ম? এই কি রাজনীতি? তোদের কোরাণে একেই কি ধর্ম্ম বলে? বন্ধুভাবে আমাকে এখানে এনে বন্দী করলি! সতীর, সতীত্ব নাশ করতে অভিলাষ! পাজী

পৃথিবীতে এখনও ধর্ম্ম আছেন। তোর এমন কি সাধ্য যে তুই সতীর সতীত্ব নষ্ট করবি ?

আলা। দূর মূর্খ পৃথিবীতে কি সতী আছে, তা হলে আমি পদ্মিনীর জন্য চেষ্টা করতেম না।

রাজা। পামর তোদের মুসলমানজাতির মধ্যে না থাকতে পারে ! পদ্মিনী আমার সতীত্বের আদর্শ স্বরূপ।

আলা। (হাস্য করিয়া) হা ! হা ! তোর পদ্মিনী সতীত্বের আদর্শই বটে। শুন মহারাজ্ঞ পদ্মিনী আমার হয়েছে। যে পদ্মিনীর জন্য কত শত জীব হত হয়েছে, যার জন্য তুমি এত কষ্ট করতেছ, সেই পদ্মিনী আমাকে কি বলে চিঠি লিখেছে এক বার দেখ। স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠিয়েছে, যে আমার প্রনয়িনী হবে। এই দেখ পদ্মিনীর স্বাক্ষর, আর মোহর। (পত্র দান)

রাজা। (পত্র পাঠ করিয়া) ওঃ তাইতো পৃথিবীতে কি প্রলয় উপস্থিত। (মূর্চ্ছা)

আলা। মহারাজ আর মূর্চ্ছা গেলে কি হবে ? তুমিত এত দিন ভোগ করেছ, এখন আমি কিছু দিন ভোগ করি। আহা আমার কি শুভাদৃষ্ট ! এত কষ্টের পর পদ্মিনীকে পাব। আজ আমার মনটা সুখসাগরে সাঁতার দিচ্ছে, যাকে পাবার জন্য এত কষ্ট পেয়েছি, যাকে দর্পণে দেখে অবধি আমি একেবারে পাগলের ন্যায় হয়ে ছিলাম, আজ আমি অনায়াসে তাকে হৃদয়ে রেখে মনের সাধে মুখ চুম্বন করব—থাক তুই পড়ে থাক আমি এখন চল্লেম।

[প্রস্থান।

রাজা। (মূর্চ্ছাভঙ্গে সচকিতে) বিধির কি বিড়ম্বনা। ওঃ আমার অদৃষ্টে এই ছিল। পদ্মিনী আমাকে প্রবঞ্চনা করলে ; সতী অসতী হলো, সত্য মিথ্যা হলো। এতদিনে জানলেম পৃথি-

বীতে প্রলয় উপস্থিত। স্ত্রীলোককে কে সরলা জাতি বলে? আমাকে প্রতারণা করবার জন্য পদ্মিনী দর্পণে তার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়েছিল। ধিক পদ্মিনি, তুই মানবী মূর্ত্তিতে কাল নিশাচরী! তোর হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন। তোর মায়া রাক্ষসীর মায়ার ন্যায়! তোর চেয়ে নিশাচরী, পিশাচীরাও শ্রেষ্ঠ, হিড়িম্বী রাক্ষসী—তারও পতি ভক্তি ছিল। তুই আজ চিতোরের নিষ্কলঙ্ক কুল কলঙ্কিত করলি; ওঃ তুই শেষে মুসলমানী হলি! (ক্ষণেক চিন্তা)। না, এমন কি হতে পারে? পত্রে লিখেছে প্রথমে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। জন্মের মত আমার কাছে বিদায় লবে। এ কথার ত কিছু ভাব বুঝতে পারি না। যদি যবনকে আত্ম সমর্পণ করবে, তবে আমার কাছে আসবে কেন; আবার লিখেছে যে এক সহস্র দাসী তার সঙ্গে আসবে। ওঃ তাদের মধ্যে কি এক জনও ধার্ম্মিক নাই, এই বিধর্ম্মীরা কি এত কাল চিতোরে বাস করত, ধর্ম্ম একেবারে পৃথিবী ত্যাগ করে পলায়ন করেছে!

(রণবেশে পদ্মিনীর প্রবেশ।)

পদ্মি। মহারাজ এত দিনের পর দাসী আপনার চরণ দর্শন করে চরিতার্থ হলো। নাথ—

রাজা। পাপীয়সি, যবনানি! যাও তোমার প্রভু আলাউদ্দিনের কাছে যাও। (রাজার ক্রোধ ও দুঃখ প্রকাশ)

পদ্মি। হৃদয়েশ! প্রাণ নাথ! দাসী তোমারই, মহারাজ আপনি ভয়ানক ভ্রমে পতিত হয়েছেন। আপনার উদ্ধারের এই কৌশল অবলম্বন করেছি। অধিক কথার আর সময় নাই। কারাগারের সম্মুখে সজ্জিত অশ্ব আছে, সচ্ছন্দে চিতোরে গমন করুন, আমি পরে গমন করছি।

রাজা। বল কি পদ্মিনী? ওঃ আমি কি নরাধম, তোমার উপর আমার কি ভয়ানক সন্দেহই হয়েছিল, তোমাকে কত কটু কথা বলেছি, কত তিরস্কার করেছি, আমাকে ক্ষমা কর।

পদ্মি। মহারাজ এখন এসব কথার সময় নয়।

রাজা। প্রিয়ে, তোমায় ছেড়ে আমি কেমন করে যাই? বিশেষ এ শত্রু পুরী—আর তুমিই বা কি রূপে যাবে?

পদ্মি। মহারাজ তার জন্য আশঙ্কা করবেন না, আমার সঙ্গে বহু সংখ্যক সৈন্য এসেছে।

রাজা। তারা কোথায়?

পদ্মি। তারা কারাগারের সম্মুখেই আছে, আপনি এই তরবারি নিন, পথে যদ্যপি কেহ বাধা দেয়, তা হলে এর সাহায্যে মুক্ত হবেন, এখন যান আর বিলম্ব করবেন না, বোধ হয় কে যেন এই দিকেই আসছে।

রাজা। আচ্ছা আমি সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হইগে।

[প্রস্থান।

(আলাউদ্দিনের প্রবেশ)

আলা। প্রিয়ে, আজ তোমার আগমনে, আমার শিবির পবিত্র হলো, তা তোমার স্বামীর নিকট বিদায় লওয়া হয়েছে।

পদ্মি। মহারাজ ভীম সিংহ এখানে নাই।

আলা। সে কি আমি যে তাকে এই মাত্র এখানে দেখে যাচ্ছি। তবে তুমি, বোধ হয়, তাকে ছেড়ে দিয়েছ।

পদ্মি। হাঁ দিয়েছি।

আলা। তা দিয়েছ দিয়েছ, তাকে আমার আর কি দরকার, তোমাকে ত পেয়েছি তা এস প্রিয়ে তোমায় একবার আলি-

ঙ্গন করি, আলিঙ্গন করে আমার বহু দিনের আশা পূর্ণ করি। (আলিঙ্গনে উদ্যত)

পদ্মি। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) নরাধম আমায় স্পর্শ করিস না, এই মুহূর্ত্তেই তোকে বধ করতে পারি, কিন্তু তোর মত অধর্ম্মাচারী পশুকে বধ করে আমার অসি কলুষিত করবো না, চলে যা, তোকে ক্ষমা করলেম!

আলা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য, বলে কি! (প্রকাশ্যে) ছি প্রিয়ে ওরকম কথা কি বলতে আছে? আমি তোমাকে সমস্ত ভারত বর্ষের অধীশ্বরী কর্ব্বো। এস আমার হৃদয়ে এসে আমার তাপিত হৃদয় শীতল কর। (আলিঙ্গনে উদ্যত)

পদ্মি। (পশ্চাৎ গমন) পামর আজ তোর নিস্তার নাই! দুরাচার লোভী। আমি মহারাজ ভীম সিংহের পত্নী, সিংহল রাজের দুহিতা, যবন আমি কি তোকে ভয় করি? এখনও বলছি চলে যা, পুনর্ব্বার যদি ওরূপ কথা বলবি তা হলে এক আঘাতে তোকে নরকে পাঠাব!

আলা। বটে। কে আছিস রে? এই স্ত্রী লোককে শীঘ্র বন্দী কর।

পদ্মী। নরাধম, আমিও একক আসি নাই, আমার সঙ্গে সহস্র বীর দাসী বেশে শিবিকায় এসেছে, আর ছয় সহস্র সৈন্য বাহক বেশে এসেছে।

(৪ জন যবন সৈন্যের প্রবেশ ও পদ্মিনীকে বন্দী করিবার চেষ্টা।)

ক্ষত্রিয় বীরগণ, বাদল, গোরা, আমাকে এসে সাহায্য কর।

(নেপথ্যে)। জয় ভারতবর্ষের জয়।

আলা। শীঘ্র বন্দী কর।

পদ্মি। নরপ্রেত যবন, ভীমসিংহের পত্নী ক্ষত্রিয় কন্যা। সমরে ভয় করে না। সাধ্য হয় পরাস্ত করে আমায় বন্দী কর। (যুদ্ধ ১ জন যবনের পতন)। জয় ভারতের জয়। আয় নরাধম তোদেরও যমালয়ে পাঠাই।

আলা। দেখিস ওর গায়ে যেন অস্ত্রের আঘাত না লাগে। কৌশলে ধরবার চেষ্টা কর।

পদ্মি। ক্ষমতা থাকে বন্দী কর। (২য় যবনের পতন) জয় মহারাজ ভীম সিংহের জয়।

নেপথ্যে। জয় মহারাজ ভীম সিংহের জয়।

(স্ত্রী বেশে গোরা, বাদল ও কয়েক জন ক্ষত্রিয় সৈন্যের প্রবেশ)

গোরা। মা, আমরা থাকতে আপনি সংগ্রাম কচ্ছেন। চিতোরে প্রস্থান করুন। আজ আমরা যবন শিবির ছার খার করব।

আলা। তাইত, বড় বিপদ উপস্থিত। সৈন্যগণকে প্রস্তুত হতে বলিগে। তারা সকলে আমোদ আহ্লাদে মত্ত রয়েছে।

[বেগে প্রস্থান।

পদ্মিনী। তবে আমি এখন চল্লেম।

[তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রস্থান।

সকলে। জয় মহারাজ ভীম সিংহের জয়।

বাদল। আয় নরাধম তোদের যমালয়ে পাঠাই। (দুই জন যবনের পতন)

গোরা। ধন্য পুত্র, এই রূপে যবন বিনাশ করে ক্ষত্র কুলের

গৌরব রক্ষা কর ও তোমার নাম চিরস্মরণীয় কর। চল বীরগণ চল, মুসলমানদের সৈন্য, শিবির আক্রমণ করিগে।

সকলে। জয় ভারতের জয়।

নেপথ্যে। জয় ভারতের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি এবং সভাসদ্গণ আসীন।

মন্ত্রী। চিতোর আজ আনন্দ সাগরে মগ্ন হয়েছে, মহারাজের কারামুক্ত হওয়াতে প্রজাদের আর আনন্দের সীমা নাই! তারা রাজ মহিষীকে শত শত ধন্যবাদ দিচ্ছে।

রাজা। কিন্তু আমার আর এ পৃথিবীতে সুখ নাই।

মন্ত্রী। কেন মহারাজ?

রাজা। কল্য রাত্রে আমি এক অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করেছি, তা স্মরণ হলে এখনও শরীর লোমাঞ্চিত হয়। উঃ চিতোরের আর রক্ষা নাই।

মন্ত্রী। মহারাজ এমন কি অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করেছেন, যাতে আপনি এত বিপদ আশঙ্কা করছেন।

রাজা। কল্য রাত্রে দুর্ভাবনায় চক্ষে নিদ্রা আসে নাই, কিঞ্চিৎ পরে একটু নিদ্রা এলো, কিন্তু তখনি একটা বিকট চীৎকারে নিদ্রাভঙ্গ হলো। দেখি, রণ রঙ্গিণী বেশে কালী মূর্ত্তি সম্মুখে বিরাজমানা। ভয়ে আমার শরীর কাঁপতে লাগলো।

মন্ত্রী। তার পর, তার পর।

রাজা। তার পর দেবী গম্ভীর স্বরে আমাকে বল্লেন শুন ভীম সিংহ, যদি আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পার, তবে তোমার মঙ্গল। ক্ষুধায় জ্বলে মরি, ত্বরায় আমাকে নররক্ত উপহার দাও, আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি কর।

সেনা। কি ভয়ানক! কি আশ্চর্য্য! তার পর।

রাজা। তারপর আমি যোড় হস্তে বল্লেম অগণ্য সৈন্য মুণ্ডে কি আপনার ক্ষুধা নিবৃত্তি হলো না? সকলই তো আপনাকে দিয়েছি। এই সম্প্রতি আপনার উদ্দেশে আট সহস্র বীরের পতন হয়েছে, তথাপি আপনার ক্ষুধা নিবৃত্তি হলো না?

মন্ত্রী। শুনে শরীর লোমঞ্চিত হচ্চে। তার পর?

রাজা। তারপর দেবী বজ্র গম্ভীর স্বরে বল্লেন "মহাভাগ আমি রাজ বলির অভিলাষী। তোমার দ্বাদশ পুত্র আছে, তাদের একে একে আমার গ্রাসে অর্পণ কর। তবে আমার ক্ষুধার শান্তি হবে। ছত্র, চামর ও কিরণে সুসজ্জিত করে প্রতি দিন চিতোরের সিংহাসনে এক এক নুতন রাজাকে অভিষিক্ত করবে, তিন দিন পর্য্যন্ত তাহার আজ্ঞা সম্যক প্রতিপালিত হবে, তারপর চতুর্থ দিবসে শত্রু সম্মুখীন হয়ে সমরে ঐ রাজা প্রাণ ত্যাগ করবে। তা হলে আমি গিহলোট কুলে অবস্থান করতে পারি।" এই বলে দেবী মূর্ত্তি অন্তর্হিত হলেন। অনঙ্গপাল, আমার অদৃষ্টে যে আরো কত দুঃখ আছে তা কিছু বলতে পারি না।

মন্ত্রী। এ যে ভয়ানক অদ্ভুত ব্যাপার তার আর সন্দেহ নাই।

রাজা। মন্ত্রি, এমন ভয়ঙ্কর রূপ কখন দেখি নাই; যে দেবী আমার দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী, আমার মঙ্গলের কারণ, তিনিই আমাকে

ভীম বেশে দেখা দিয়ে এরূপ নিষ্ঠুর আদেশ করলেন। ওঃ আমি পূর্ব্ব জন্মে কত পাপ করেছিলাম, তাই পদে পদে আমার এই সকল প্রমাদ ঘটছে। হায় হায় এখন কি করি? দেবী নিশাচরীর ন্যায় হয়ে পুত্রগণকে খেতে চাইলেন। কত শত লোক যাগ, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠান করেও যে পুত্রের মুখাবলোকন করতে পারে না, আর আমি সেই পুত্রগণকে অনায়াসে মহাকালীর করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করব? একি সামান্য দুঃখের বিষয়!

মন্ত্রী। মহারাজ, এত উতলা হবেন না। আমার বোধ হয় দেবীর অবির্ভাব প্রকৃত ঘটনা নয়। আপনার অনাহার, অনিদ্রা, আর দুর্ভাবনায়, চক্ষে ও রূপ ভ্রম দৃষ্টি হয়েছে, আর যে সব বাক্য শুনেছিলেন সে সকলও ভ্রান্তি বোধ হয়। বিশেষতঃ চিতোরেশ্বরী এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য কখনই বলবেন না। আপনি এসকল বিষয় আর চিন্তা করবেন না।

(দৈববাণী)

ওরে পাপিষ্ঠগণ! তোরা আমার কথা অবিশ্বাস করলি; এই পাপে চিতোরের সর্ব্বনাশ হবে! (ঝড়, বৃষ্টি, মেঘ গর্জ্জন, বজ্রাঘাত ইত্যাদি—)

সকলে। কি সর্ব্বনাশ, কি আশ্চর্য্য!

রাজা। একি প্রলয় উপস্থিত হলো না কি? মন্ত্রি কুমারদের এক বার শীঘ্র ডেকে আন!

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

রাজা। রণবীর, কেন আমি পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলাম।

আমি কি ইচ্ছা পূর্ব্বক আমার স্নেহ পুত্তলিকাদের মহাকালীর করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করিতে পারি? কিন্তু কি করি? মা চিতোরেশ্বরীর আজ্ঞা, কার সাধ্য লঙ্ঘন করে! হে বিধাতঃ শেষে আমার অদৃষ্টে কি এই লিখেছিলেন?

(মন্ত্রীর সহিত তিনজন রাজপুত্রের প্রবেশ।

রাজা। বৎসগণ, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, সকলে অস্ত্র ধারণ কর; এই নবীন বয়সে সকল সুখ, সকল আশা পরিত্যাগ করে, প্রাণপণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম রাখ, দুরাচার যবন দিগকে ভারতবর্ষ হতে দূরীভূত করবার চেষ্টা দেখ। মাতৃভূমি চিতোরকে যবন হস্ত হতে রক্ষা কর। তোমরা জীবিত থাকতে তোমাদের মাতা যবনের দাসী হবে, তাহা কি তোমরা সহ্য করতে পারবে?

রাজপুত্রগণ। মহারাজ! আমরা জীবিত থাকতে কখনই চিতোরকে পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হতে দিব না। মাতৃ ভূমির জন্য প্রাণ দিব।

১ম রাজপুত্র। মহারাজ! আমাকে অদ্য সেনাপতি পদে বরণ করুন, আমি অদ্যই যুদ্ধ যাত্রা করব। দুরাচার যবনদিগকে সমুচিত শাস্তি দিব। তাদের ভারত ভূমি হতে দূর করবই করব, পামরেরা কি জানে না, যে ভারত ভূমি যত বীরের জননী, আজ যবন রক্তে বসুমতীকে উর্ব্বরা করব!

২য় রাজপুত্র। মহারাজ! আমিও দাদার সঙ্গে যুদ্ধে যাব। একবার গিয়ে দেখবো যবনেরা কত বল ধারণ করে, আর নরাধমদের দেখাবো যে ক্ষত্রিয়ের কত তেজ!

৩য় রাজপুত্র। পিতা আমাকেও আজ্ঞা করুন আমিও

যবনদের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রাম করব। জননীর অপমান, পিতার অপমান, সন্তান হয়ে কখনই সহ্য করতে পারব না!

নেপথ্যে। পিতা আমাদেরও আজ্ঞা করুন, আমরাও যবন-দিগকে ছারখার করে ক্ষত্রিয়ের গৌরব রক্ষা করি।

১ম রাজপুত্র। মহারাজ আমরা একে একে যুদ্ধে গমন করি, অদ্য যদি আমি সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করি, তা হলে, আমার কনিষ্ঠকে কল্য সেনাপতি করে পাঠাবেন।

রাজা। ধন্য রাজকুলতিলক কুমারগণ, এত দিনে জানলাম যে, চিতোর পরাধীন হবার কোন আশঙ্কা নাই। মন্ত্রি! আজ অরি সিংহকে সিংহাসনে অভিষেক করলেম। এস বৎস, সিংহাসনে উপবেশন কর। (কুমারের হস্ত ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন) আজ হতে তোমার আজ্ঞা তিন দিন পর্য্যন্ত সম্যক প্রতিপালিত হবে, পরে চতুর্থ দিবসে শত্রু সম্মুখীন হয়ে, অস্ত্র শিক্ষার বিশেষ পরিচয় দিবে।

সকলে। জয় মহারাজ অরি সিংহের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ব্ভাঙ্ক।

চিতোর,—অন্তঃপুরস্থ রাজ উদ্যান—বাপীতট।

শিলাসনে আলুলায়িত কেশা করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া পদ্মিনী আসীনা।

অগ্নি। (রোদন স্বরে গীত) মাগো চিতোরেশ্বরি! এত নর রক্ত পান করেও কি তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হলো না মা! একে একে একাদশ রাজপুত্র তোমার করাল গ্রাসে পতিত হলো, এখন একটি মাত্র অবশিষ্ট, তাকে মহারাজ প্রাণের সহিত ভাল-বাসেন,—ওঃ চিতোর ছারখার হলো, চিতোরে এমন অট্টালিকা নাই, গৃহ নাই, কুটীর নাই যার ভিতর হতে রোদনধ্বনি প্রতি-ধ্বনিত না হচ্চে! যে চিতোর নাট্যশালা সম উজ্জ্বল ছিল, সে চিতোর আজ শ্মশান ভূমি—যে চিতোর নৃত্যগীত আমোদা-নন্দে দিবারাত্র মগ্ন থাকত সে চিতোরে আজ পতি পুত্র বিহীনা স্ত্রীলোকদের ক্রন্দনধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই শোনা যাচ্চে না! ওঃ রাজভাণ্ডার অর্থশূন্য, দুর্গ সৈন্যশূন্য; কি কুক্ষণে যবনেরা ভারতবর্ষে পদার্পণ করেছিল! এরা ভারতবর্ষের বিন্দুমাত্র সুখ সচ্ছন্দতা থাকতে পরিত্যাগ কর্ব্বে না, পামরেরা পুনঃপুনঃ হিন্দু রাজাদের উপর অত্যাচার কচ্চে! ওঃ মহারাজের মুখ দেখলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আহা সে সোণার শরীর একেবারে কালী হয়ে গেছে, এই অভাগিনীই প্রাণনাথের যত কষ্টের কারণ। জগদীশ্বর! কেন এ হতভাগিনীকে সুন্দরী করে সৃজন করেছ?

আমি যদি কুরূপা হতেম, তা হলে মহারাজকে এত কষ্ট পেতে হতো না। (উদ্ধত ভাবে) পশু আলাউদ্দিন! এক দিন মত্তে হবে, তা কি ভুলেও ভাবিস না, (দণ্ডায়মান হইয়া) না তা হবে না, পারবি না, ক্ষত্রিয় কন্যার জীবন থাক্তে নয়, তার অগ্রেই জীবন বিসর্জ্জন কর্ব্বো, অমূল্য সতীত্ব নিধি রক্ষা কর্ব্বো! (উপবেশন)

(বিমলা ও রক্তাক্ত কলেবরে বাদলের প্রবেশ।)

বিমলা। বল বৎস! আমার প্রভু তোমার পিতৃব্য সমরক্ষেত্রে কিরূপ ব্যবহার করে ছিলেন?

বাদল। মাতঃ! তিনি রণক্ষেত্রে অসংখ্য শত্রু বধ করেছেন, আমি তাঁর অনুগামী ছিলাম মাত্র, তাঁর আক্রমণ হতে কদাচিত যে দুই একটি যবন স্খলিত হয়েছিল, আমি তাদেরই বধ করেছি, তিনি শত্রুদের মৃত দেহে বিচিত্র গালিচা প্রস্তুত করে এক জন যবন রাজকুমারের মৃত দেহে মস্তক রেখে বীরোচিত গৌরব সয্যায় শয়ন করেছেন। (অশ্রুমোচন)

পদ্মি। (দণ্ডায়মান হইয়া) কি কাকা সংগ্রামে পতিত হয়েচেন? চিতোরে প্রলয় উপস্থিত নাকি?

বিমলা। বাদল! পুনর্ব্বার বল আমার স্বামি আর কি কি কার্য্য করেছিলেন।

বাদল। মাতঃ! পিতৃব্যের কার্য্যের আর কি বর্ণনা কর্ব্বো, তাঁর বিক্রমে যবনেরা বিস্মিত ও বিভ্রান্ত হয়েছিল।

পদ্মি। কাকা! তোমার যশো শৌরভে ভারতবর্ষ পুলকিত হচ্চে, ক্ষত্রিয় কুলের মুখোজ্জ্বল করে দন্তের সহিত প্রাণ ত্যাগ করেছ, আমার পিতৃকুলের গৌরব বৃদ্ধি করেছ।

বিমলা। প্রাণনাথ! জন্ম জন্মান্তরে যেন তোমার মতন

স্বামী পাই। (ক্ষিপ্তপ্রায়) প্রভু আমার বিলম্বে ক্রুদ্ধ হচ্চেন, আমার আর বিলম্ব করা উচিত নয়, যত শীঘ্র তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারি তার চেষ্টা করিগে। (বেগে প্রস্থান)

পদ্মি। দেবি! কোথায় যান? দাঁড়ান, দাঁড়ান।

[পদ্মিনীর প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া রাজা ও অজয় সিংহের প্রবেশ।)

অজয়। মহারাজ! এ দাসকে বাধা দেবেন না, আমাকে যুদ্ধে যেতে আজ্ঞা দিন, ভারতভূমির চিরশত্রু বধে নিষেধ কর্ব্বেন না, যদি মাতৃভূমির হয়ে অল্প সংখ্যক যবন বিনাশ করে যুদ্ধে প্রাণ যায় সেও ভাল, অসংখ্য মুসলমানদিগকে ভারতবর্ষ হতে দূর কত্তে পারি আর নাই পারি, চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

রাজা। না বৎস! তোমায় আমি কখনই যুদ্ধে যেতে দিব না, চিতোর রক্ষার উদ্দেশে আমিই শেষ বলি, রণক্ষেত্রে সকল পুত্রই প্রাণ ত্যাগ করেছে এখন তুমিই কেবল এক মাত্র বংশধর, তোমাকে কখনই যেতে দিব না, আমি আজ স্বয়ং যুদ্ধে যাব।

অজয়। মহারাজ! অনুচিত কথা বলবেন না, পুত্র জীবিত থাকতে পিতার রণক্ষেত্রে যাওয়া কখনই উচিত নয়, বিশেষতঃ চিতোরেশ্বরীর আজ্ঞা। আপনি দ্বাদশ পুত্রকে রণক্ষেত্রে প্রেরণ কর্ব্বেন তা হলে চিতোরের মঙ্গল হবে। তা আপনি যদি নিজে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবেন তবে মঙ্গল আর কার জন্যে? পিতঃ! অনুমতি দিন, আপনার কার্য্যে যবন বধ করে সংগ্রামে জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে বীরলোকে গমন করি।

রাজা। ধন্য পুত্র, তোমার এ কথা শুনে কোন্ বীরের হৃদয় না উত্তেজিত হয়!

অজয়। তবে মহারাজ অনুমতি করুন আমি যুদ্ধে যাই।

রাজা। না বৎস! আমি আজ স্বয়ং যুদ্ধে যাব, তোমায় কখনই যুদ্ধে যেতে দেব না, আমার মৃত্যুই মঙ্গল।

(পদ্মিনীর প্রবেশ।)

দেবি! এসেছ ভালই হয়েছে। রাজ্ঞি! আজ আমি স্বয়ং যুদ্ধে যাব, চিতোর রক্ষার্থে আমিই শেষ বলি। (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) প্রিয়ে! আমাকে এখন জন্মের মত বিদায় দাও, এজন্মে আর দেখা হবে না।

পদ্মি। (রোদন করিতে করিতে রাজার গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক) নাথ! আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলুন, আপনাকে ছেড়ে দাসী এক দণ্ডও প্রাণ ধারণ কত্তে পার্ব্বে না।

রাজা। দেবি! তুমিও জহরব্রতের আয়োজন কর, সতীর সতীত্ব রক্ষা করা প্রধান ধর্ম্ম। পামর যবনদের হস্ত হতে রক্ষা হবার আর এ ভিন্ন উপায় নাই, চিতোরের সমস্ত রাজপুতকুল-কামিনীদের সঙ্গে লয়ে চিতারোহন করগে, পাপিষ্ঠ যবনেরা দেখুক হিন্দু কুল কামিনীরা কিরূপে সতীত্ব রক্ষা করে!

পদ্মি। মহারাজ! আপনার ন্যায় বীরের এ উপযুক্ত প্রস্তাব আর ক্ষত্রিয় কন্যাদের এই উপযুক্ত কাজ।

রাজা। (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) দেবি! আমি আর বিলম্ব কত্তে পারি না, আমাকে বিদায় দাও, আমাকে এখনি যুদ্ধক্ষেত্রে গমন কত্তে হবে, আর মন্ত্রীকে তোমাদের জহরব্রতের অনুষ্ঠান কত্তে আদেশ দিতে হবে, শত্রুর আক্রমণ হতে সতীর সতীত্ব রক্ষার এই চরম উপায়। চিতোরে এই ব্রতানুষ্ঠানের আবশ্যক হয়েছে। এস প্রিয়ে তোমাকে এক বার জন্মের মত আলিঙ্গন করি। (আলিঙ্গন ও মুখ চুম্বন) তবে প্রিয়ে এখন চল্লেম, শীঘ্রই

পরলোকে গিয়ে দুজনে মিলিত হব, এখানে আর আমাদের থাকা উচিত নয়। ভারতভূমি এখন প্রেতের আবাস স্থান হয়েছে।

পদ্মি। যান মহারাজ! শীঘ্র গমন করুন, শত্রু রক্তে পৃথিবীকে প্লাবিত করুন গে, পরে পরলোকে সাক্ষাৎ হবে।

রাজা। দেবি! চল্লেম।

[প্রস্থান।

অজয়। মাতঃ! আমাকেও বিদায় দিন। পিতা আমাকে যুদ্ধে যেতে আজ্ঞা দিলেন না, কিন্তু আমি পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন জনিত পাপ মস্তকে লয়ে যবন শিবির আক্রমণ করিগে।

[প্রস্থান।

বাদল। দাঁড়ান' রাজকুমার আমিও আপনার সাহায্যে গমন কর্ব্বো।

[প্রস্থান।

পদ্মি। যাও বৎস! চিতোর আজ একেবারে ছারখার হক্! আমিও মন্ত্রীকে আদেশ করিগে যেন এই মুহূর্ত্তেই ঘোষণা করে দেন, যে চিতোরের সমস্ত কুল কামিনীগণ চিতারোহন করে প্রাণত্যাগ কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হয়।

[প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ব্ভাঙ্ক।

চিতোর—যুদ্ধক্ষেত্র।

(ক্ষত্রিয় সেণাগণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান ও কপালকুণ্ডলার প্রবেশ।)

কপা। জয় ভারতের জয়।

সৈন্য। জয় ভারতের জয়।

কপা। (গীত)

মিলে সবে ভারত সন্তান,
এক তান মনো প্রাণ,
গাও ভারতের যশো গান।
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান,
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান,
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী;
শত খনি রত্নের নিদান।

কপা-সৈন্য। হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয়, কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।

কপা। রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত ললনা,
কোথা দিবে তাঁদের তুলনা,
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা,
দময়ন্তি পতিরতা,
অতুলনা ভারত ললনা।

কপা-সৈন্য। হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয়, কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।

কপা। ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ,
আর যত মহাবীরগণ,
ভারতের ছিল সেতু,
ঋপু দল ধূমকেতু,
আত্ম বন্ধু দুষ্টের-দমন।

কপা-সৈন্য। হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয়, কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।

কপা। কেন ডর ভীরু কর সাহস আশ্রয়,
কপা-সৈ। "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়,"

কপা। ছিন্ন ভিন্ন হীন বল,
ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়।

কপা-সৈন্য। হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয়, কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।

সৈন্যগণ। মাতঃ! আপনার এ গান শুনে কে না অনায়াসে সমর ক্ষেত্রে প্রাণ দিতে পারে? যে ডরে সে ভীরু, পুণ্যভূমি ভারত ভূমিকে কখনই পরাধীন হতে দিব না।

কপা। বীরগণ! ক্ষত্রিয়ের ন্যায় কার্য্য কর, যবনদিগকে সমুচিত শাস্তি দাও। যুদ্ধক্ষেত্রের অপর ভাগে যে সৈন্য আছে তাদের আমি উৎসাহিত করিগে—আমি এখন চল্লেম।

[নিম্ন লিখিত কয়েকটী চরণ গাইতে গাইতে প্রস্থান।

হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয়, কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।

সৈন্য। হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,

গাও ভারতের জয়,
কি ভয়, কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।

(ভীমসিংহের প্রবেশ।)

সৈন্য। (অসি নিষ্কাসনপুর্ব্বক) জয় মহারাজ ভীমসিংহের জয়।

রাজা। "বীরগণ! পুত্রগণ! করহ শ্রবণ
ভারতের সুখ শশি গ্রাসিছে যবন॥

সৈন্য। (উৎসাহের সহিত) বলুন, বলুন, নাশিব যবন কিম্বা ত্যজিব জীবন।

রাজা। "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়॥
কোটি কল্প দাস থাকা, নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ সুখ তায়॥
এ কথা যখন হয় মানসে উদয়।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয় তনয়॥
তখনি জ্বলিয়ে উঠে হৃদয় নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয়?
আমাদের মাতৃ ভুমি রাজপুতানার।
সকল শরীরে ছোটে রুধিরের ধার॥
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার।
আত্ম নাশে যেই করে দেশের উদ্ধার॥
কৃতান্ত কোমল কোলে আমাদের স্থান।
এস তায় সুখে সবে হইব শয়ান॥

কে বলে শমনসভা ভয়ের নিধান।
ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতি যম বেদের বিধাম॥
স্মরহ ইক্ষ্বাকু-বংশে কত বীরগণ।
পর হিতে, দেশ হিতে ত্যজিল জীবন॥
স্মরহ তাঁদের সব কীর্ত্তি বিবরণ।
বীরত্ব বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয়নন্দন॥
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই॥
যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই।
স্বর্গ সুখে সুখী হব এস সবে যাই॥"

নেপথ্যে। কেন ডর ভীরু কর সাহস আশ্রয় "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।"

রাজা। সৈন্যগণ! চিতোরের আজ শেষ যুদ্ধ, সকলে প্রাণ পণে যবনবধে প্রবৃত্ত হও, তোমাদের মাতৃভূমিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ কর্‌বে তাকি তোমরা স্বচক্ষে দেখতে পারবে? তোমাদের স্ত্রীপুত্র পরিবারদের অপমান কর্‌বে তাকি তোমরা সহ্য কর্ত্তে পারবে? দুরাচার যবনেরা চিতোর প্রায় ছার খার করেছে এখনও পার যদি রক্ষা কর।

সৈন্যগণ। আমরা একজনমাত্রও জীবিত থাক্তে যবনেরা কখনই চিতোরে প্রবেশ কর্ত্তে পার্‌বে না। হয় আমরা আজ যবনদের নিধন কর্ব্বো আর তা না পারি এই অকিঞ্চিৎকর জীবন রণক্ষেত্রে বিসর্জ্জন দিব।

রাজা। বীরগণ! আর বিলম্ব নাই, যবনের কোলাহল ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হচ্চে—প্রস্তুত হও।

সৈন্যগণ। আমরা সকলেই প্রস্তুত আছি; যবনেরা আসবা মাত্র খণ্ড খণ্ড করে ফেলবো।

নেপথ্যে। (জয় সম্রাট সেকেন্দর সানির জয়—জয় মহারাজ ভীম সিংহের জয় ও ঘোর কোলাহল।)

সৈন্যগণ। জয় ভারতের জয়।

নেপথ্যে। (কোলাহল)

(কয়েক জন মুসলমান সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সেনাপতির প্রবেশ)

সেনা। দুরাচার যবন আজ ক্ষত্রিয়বাহুবলের বিশেষ পরিচয় দিব।

১ম যবন সৈন্য। কাফের মুসলমানেরও বাহুবল দেখ (যুদ্ধ ও প্রথম যবনের পতন)

সেনা। "জয় ভারতের জয়।"

২য় যবন সৈন্য। নরাধম সহস্রাধিক সৈন্য লয়ে আজ যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলি, তার মধ্যে তুই কেবল একক জীবিত আছিস, তবুও তোর বিক্রম কমলো না! আয় কাফের এই বারে তোকে শমন ভবনে প্রেরণ করি।

সেনা। সাধ্য থাকে তাই কর (যুদ্ধ, যবন সৈন্যের পতন)।

সেনা। জয় চিতোরের জয়।

রাজা। ধন্য রণবীর।

৩য় যবন সৈন্য। কাফের এই বার তোকে নিশ্চই মারবো।

সেনা। তবে এই আঘাতে যমালয়ে যা। (যুদ্ধ ও যবন সেনার পতন।)

(অসংখ্য যবন সৈন্যের সহিত আলাউদ্দিনের প্রবেশ)

যবন সৈন্যগণ। জয় দিল্লীশ্বরের জয়।

ক্ষত্রিয় সৈন্যগণ। জয় মহারাজ ভীমসিংহের জয়।

আলা। সৈন্যগণ! ভীম সিংহকে বধকরে চিতোর ছারখার কর।

ক্ষত্রিয় সৈন্য। আমরা থাকতে কার সাধ্য মহারাজ ভীম সিংহের এক গাছি কেশ স্পর্শ করে?

রাজা। সৈন্যগণ! চিতোরবাসিগণ! প্রিয় পুত্রগণ। যবন বধে প্রবৃত্ত হও! পবিত্র ক্ষত্রিয় নামের সার্থকতা কর! মাতৃ-ভূমিকে দস্যু-হস্ত হতে রক্ষা কর!

ক্ষত্রিয় সৈন্য। "মাতৃভূমিকে দস্যুহস্ত হতে রক্ষা কর" (উৎসাহের সহিত) আজ যবনদের নিস্তার নাই। জয় মহারাজ ভীম সিংহের জয়।

আলা। বীরগণ! কাফের দিগকে বধ কর।

ক্ষত্রিয় সৈন্যগণ। আয় তবে (ঘোর যুদ্ধ ও যুদ্ধ করিতে করিতে মুসলমান সৈন্যগণের পশ্চাৎ গমন।)

[সকলের প্রস্থান।

(দুই জন শব বাহকের প্রবেশ)

১ম বাহক। কি ভয়ানক যুদ্ধই হচ্চে, আজ স্বয়ং আমাদের সম্রাট, আর ভীম সিংহ যুদ্ধ কচ্চেন।

২য় বাহক। আজ কত লোক যে মরবে তার ঠিকানা নাই! মড়া বয়ে বয়ে প্রাণটা গেল।

১ম বাহক। আর ভাবলে কি হবে এখন এস এক একটা করে নিয়ে যাওয়া যাক্ (এক একটা করিয়া মৃত দেহ লইয়া প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক



তৃতীয় গর্ব্ভাঙ্ক।

চিতোর,—গহ্বর সম্মুখস্থ ভূমি।

(প্রজ্জ্বলিত বৃহৎ চিতা)

(কপালকুণ্ডলার প্রবেশ।)

কপা। (গীত)

তিলককমদ,—ঝাঁপতাল।

"মলিন মুখ চন্দ্রিমা ভারত তোমারি।
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন বারি॥
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে ভাসিতাম আনন্দে;
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
এ দুঃখ তোমারি, হায় রে, সহিতে না পারি॥"

এখানে আর আমার থাকা উচিত নয়, যবনেরা চিতোর রাজ্য একেবারে ছারখার করে ফেললে! এই বিপুল হিন্দুরাজকুল একেবারে ধ্বংস হলো! চিতোর রাজ সতী আজ অনলে প্রাণত্যাগ কর্ব্বেন! এখন আমার নিবিড় বন, কিম্বা তমোময় গিরিগুহাই উপযুক্ত স্থান।

[প্রস্থান।

(মেঘগর্জ্জন ও বজ্রাঘাত)

(পদ্মিনী, বিমলাদেবী, নলিনী, মালতী ও অসংখ্য ক্ষত্রিয় কুলকামিনী গণের রণবেশে প্রবেশ)

পদ্মি। (উৎসাহের সহিত) সহচরিগণ ! প্রিয় ভগ্নিগণ ! এস, সকলে হুতাশনে প্রাণ পরিত্যাগ করে অমরপুরীতে গমন করি। সতীর সতীত্ব রক্ষা করাই স্ত্রী জাতির প্রধান ধর্ম্ম। যে স্ত্রীলোক সতীত্ব রক্ষা করিতে অক্ষম তার নরক ভিন্ন আর স্থান নাই। ভগ্নিগণ ! আজ আমাদের শুভদিন, এরূপ দিন আর হবে না। এস আমরা অনলে জীবন সমর্পণন করে চিতোর রাজ্যের মুখোজ্জ্বল করি, সমস্ত ভারত ভূমির গৌরব বৃদ্ধি করি ! স্ত্রীলোকের পতিই ধর্ম্ম, পতিই স্বর্গ, পতিই জীবন। যবনদের হস্ত হতে অমূল্য সতীত্ব রত্ন রক্ষা করবার জন্য জহরব্রতের অনুষ্ঠান ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। অতএব এস, অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে সতীত্ব ভূষণে মণ্ডিত হয়ে অমর লোকে গমন করি।

(আকাশে কোমল বাদ্য)

কামিনী গণ। দেবি ! আমরা সকলে প্রস্তুত।

(মেঘগর্জ্জন ও বজ্রপাত)

নেপথ্যে। (কোলাহল)

(রক্তাক্ত কলেবরে বাদলের প্রবেশ)

বিমলা। বৎস বাদল, যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে কি জন্য এখানে এসেছ ? যবনের ভয়ে কি রণ ভূমি পরিত্যাগ করেছ ? তা যদি হয় তো যাও ঐ চিতা প্রজ্জ্বলিত রয়েছে পুড়ে মরগে।

বাদল। মাতঃ, আমি ক্ষত্রিয় সন্তান, আমি মরতে ভয় করি না ! যুদ্ধ ক্ষেত্রের সংবাদ আপনাদের দিতে এসেছি।

পদ্মি। বাছা শীঘ্র বল, কি সংবাদ এনেছ?

বাদল। মহারাজ, যবন দিগকে ভয়ানক পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করেছেন, যবনগণ পরাস্ত প্রায়।

পদ্মি। (উচ্চৈঃস্বরে) মা চিতোরেশ্বরী বুঝি মুখ তুলে চাইলেন।

[বাদলের প্রস্থান।

সকলে। ধন্য বীরকুলচূড়ামণি ভীমসিংহ।

পদ্মি। মা চিতোরেশ্বরি, চিতোর রাজ্য রক্ষা কর, মা এ বিপুল রাজকুলের প্রতি একবার মুখ তুলে চাও!

(একজন দূতের প্রবেশ)

নলি। দূত! সমর ক্ষেত্রের সংবাদ কি?

দূত। মা আমাদের জয়ের কিঞ্চিৎ মাত্র বাকি আছে এমন সময় অসংখ্য যবন সৈন্য এসে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করলে, এবং সেই যুদ্ধে সেনাপতি রণবীর প্রাণত্যাগ করেছেন, কিন্তু মহারাজ পুনর্ব্বার চতুর্গুণ উৎসাহের সহিত মুসলমানদিগকে আক্রমণ করেছেন, ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।

পদ্মি। যাও দূত পুনর্ব্বার সম্বাদ নিয়ে এস।

[দূতের প্রস্থান।

নেপথ্যে। আল্লা আল্লা হো, জয় সম্রাট সেকেন্দর সানির জয়।

সকলে। একি একি মুসলমানদের অকস্মাৎ আনন্দধ্বনির কারণ কি?

পদ্মি। বোধ হয় সকল আশাই ফুরালো!

(বাদলের প্রবেশ)

বাদল! শীঘ্র কি সংবাদ বল?

বাদল। (রোদন) মা আর কি বলবো! যা কেহ কখন ভাবেনি, আশা করেনি—তাই আজ হলো—মহারাজ সংগ্রামের—

পদ্মি। থাক—বুঝতে পেরেছি। মহারাজ সংগ্রামে পতিত হয়েছেন—আর আমাদের বিলম্ব করা উচিত নয়! ভগ্নিগণ এস স্বর্গে সকলের সহিত মিলিত হইগে।

নেপথ্যে। আল্লা আল্লা হো, সম্রাট সেকেন্দর সানির জয়! আজ চিতোরে কারো রক্ষা নাই।

বাদল। মা আপনারা আর বিলম্ব করবেন না। যবনেরা আগত প্রায়।

(নিষ্কোষিত অসি হস্তে দুই জন যবনের প্রবেশ)

১যবন। এই যে, এই খানে বিবিরে জড় হয়েছে। এর ভেতর বোধ হয় পদ্মিনীও আছে।

২যবন। এস এদের ধরে নিয়ে যাওয়া যাক।

বাদল। দুরাচার, এখানে একজন ক্ষত্রিয়কুমার উপস্থিত আছে? আয় তোদের যমালয়ে পাঠাই।

(যুদ্ধ ও ১ম যবনের পতন)

বাদল। জয় ভারতের জয়!

(যুদ্ধ ও ২য় যবনের পতন)

বাদল। জয় ভারতের জয়! দেবি আপনারা অনলে প্রবেশ করুন। আমি যুদ্ধে প্রাণ দিইগে।

[বাদলের প্রস্থান।

পদ্মি। (উচ্চৈঃস্বরে) চিতোরেশ্বরি পাষাণি তোমাকে কেও

যেন আর আরাধনা না করে, চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে, চিতোর ছারখার করলে! (উন্মাদপ্রায়) আর বিলম্ব করা উচিত নয়, প্রাণনাথ এতক্ষণ অনেক দূর গিয়েছেন। (অত্যুচ্চৈঃস্বরে) দুরাচার যবন! দেখ ক্ষত্রিয়কুলকামিনীরা কিরূপে সতীত্ব রক্ষা করে! নিষ্ঠুর—পামর—নৃশংস তোদের কীর্ত্তিস্তম্ভ দেখে যা (বেগে অনলে পতন ও আকাশে কোমল বাদ্য)

বিমলা। চল, দেবি আমিও তোমার অনুগামিনী হলেম। (অনলে পতন, আকাশে কোমল বাদ্য)

নলিনী। প্রিয়সখি আমাদের ফেলে যেতে পার্ব্বেনা। (অনলে পতন)

মালতী। সখি! ডাকছ, তোমার দাসী পশ্চাৎ যাচ্চে। (অনলে পতন)।

এক জন ক্ষত্রিয় কামিনী। ধন্য রাজসতী পদ্মিনী (পতন)

২য় ক্ষত্রিয়কামিনী। ধন্য ভারত ভূমি।

(একে একে সকলের পতন)

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।
